দৈনিক
আজকালের খবর

Date: 03-10-2016 Page 012 Col 7-8 Size: 15 Col*Inc

এসডিজি বাস্তবায়নে বেসরকারি খাতকে পাশে চায় সরকার

● আজকালের খবর প্রতিবেদক

জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) বাস্তবায়নে ব্যবসায়ী ও নাগরিক সমাজের সহযোগিতা চেয়েছেন অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী এম এ মান্নান। তিনি বলেন, ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজির ১৭টি লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে বেসরকারিখাত গুরুত্বপূর্ণ সহযোগী। তাই বেসরকারি খাতের অন্তর্ভুক্তিমূলক অংশগ্রহণের মাধ্যমে সরকার এসডিজি বাস্তবায়ন করতে চায়। ব্যবসায়ী-নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিসহ সবাই একসঙ্গে কাজ করবো। গতকাল রবিবার রাজধানীর মতিঝিল এমসিসিআই মিলনায়তনে 'বাংলাদেশে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) বাস্তবায়নে বেসরকারি খাতের ভূমিকা' শীর্ষক এক সেমিনারে তিনি এ কথা বলেন। মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি (এমসিসিআই)'র সহযোগিতায় এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্লাটফর্ম, বাংলাদেশ সেমিনারের আয়োজন করে। এমসিসিআই সভাপতি সৈয়দ নাসিম মঞ্জুরের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে এফবিসিসিআইয়ের জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি শফিউল ইসলাম মহিউদ্দিন, এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম বাংলাদেশের আহ্বায়ক ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য, সিপিডির নির্বাহী পরিচালক ড. মুস্তাফিজুর

পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

এসডিজি বাস্তবায়নে বেসরকারি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

রহমান ও অতিরিক্ত গবেষণা পরিচালক গোলাম মোয়াজ্জেম, বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক শাহীন আনাম প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

ঢাকা চেম্বারের সাবেক সভাপতি ও নিউএজ গ্রুপের ভাইস চেয়ারম্যান আসিফ ইব্রাহিম এতে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, আগে আমাদের জাতীয় বাজেট বিদেশি অনুদান নির্ভর ছিল। এখন সেই দিন নেই। চলতি অর্থবছরের বাজেটে বৈদেশিক অনুদান এক শতাংশের নিচে। এসডিজি বাস্তবায়নে ৮০ শতাংশ অর্থ ব্যয় হবে দেশীয় সম্পদ থেকে। তাই আমাদের রাজস্ব বাড়াতে হবে। এ জন্য প্রয়োজন ব্যবসায়ীদের সহযোগিতা। এসডিজি অর্জন করতে হলে আমাদের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে গবেষণা করতে হবে উল্লেখ করে এম এ মান্নান বলেন, এজন্য সবার আগে প্রয়োজন তথ্য। তাই বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোকে আধুনিকায়ন করা হচ্ছে। পাশাপাশি সঠিক তথ্য-উপাত্ত পেতে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকেও কাজে লাগানোর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

ব্যবসায়ী সংগঠনগুলোর সহযোগিতায় আগামী অর্থবছরেই নতুন ভ্যাট আইন বাস্তবায়ন করা হবে বলে তিনি জানান। অনুষ্ঠানে এফবিসিসিআইয়ের জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি শফিউল ইসলাম মহিউদ্দিন বলেন, এসডিজি বাস্তবায়নে পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ প্রয়োজন।

বেসরকারি খাত সরকারকে সহযোগিতা করতে চায়। তবে সেই সহযোগিতার ক্ষেত্র সরকারকে নিশ্চিত করতে হবে। দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য এসডিজির লক্ষ্য অর্জনে সুশাসন প্রতিষ্ঠা, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা অর্জন এবং বৈদেশিক সাহায্য নির্ভরতা কমানোর ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি সরকারের ব্যয়ের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করারও পরামর্শ দেন।

সেমিনারে মূল প্রবন্ধে আসিফ ইব্রাহিম বলেন, বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এসডিজি অর্জনে দারিদ্র্য দূরীকরণ ও জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলা প্রধান চ্যালেঞ্জ, এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বেসরকারি খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

আমাদের অর্থনীতি

Date:03-10-2016 Page 01, Col 08 Size:07 Col* Inc

এসডিজি বাস্তবায়নে বেসরকারি খাতকে এগিয়ে আসতে হবে

-অর্থ প্রতিমন্ত্রী

জাফর আহমদ: অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী এমএ মান্নান বলেছেন, জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) বাস্তবায়নে সরকার বেসরকারি খাতকে পাশে চায়। গতকাল রোববার রাজধানীর এমসিসিআই মিলনায়তনে 'এসডিজি অর্জনে বেসরকারি খাতের ভূমিকা' শীর্ষক এক সেমিনারে তিনি একথা বলেন। মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের (এমসিসিআই) সভাপতি সৈয়দ নাসিম মনজুরের সভাপতিত্বে সেমিনারে

এরপর পৃষ্ঠা ২, কলাম ১

এসডিজি বাস্তবায়নে বেসরকারি খাতকে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) উপস্থিত ছিলেন সিপিডির নির্বাহী পরিচালক মোস্তাফিজুর রহমান, এফবিসিসিআইয়ের প্রথম সহ-সভাপতি শফিউল ইসলাম মহিউদ্দিন, সিপিডির অতিরিক্ত গবেষণা পরিচালক ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম প্রমুখ। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ডিসিসিআইয়ের সাবেক সভাপতি আসিফ ইব্রাহিম। অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী বলেন, সরকার সব সময় বেসরকারি খাতের উন্নয়ন চায়। এ জন্য এ খাতের উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সব ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। এসডিজি বাস্তবায়নে বেসরকারি খাত একটি গুরুত্বপূর্ণ সহযোগী। তাই বেসরকারি খাতকে অন্তর্ভুক্তিমূলক অংশগ্রহণের মাধ্যমে সরকার এসডিজি বাস্তবায়ন করতে চায়। সম্পাদনা : সৈয়দ নূর-ই-আলম

আমাদের সময়
Date:03-10-2016 Page 2,Col 3-4 Size: 10 Col*Inc

এমসিসিআইতে সেমিনারে বক্তারা

এসডিজি অর্জনে ৫ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সমন্বয় জরুরি

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনে বাংলাদেশের সামনে রয়েছে ৫ চ্যালেঞ্জ। নীতিগ্রহণ এবং তা বাস্তবায়নের মধ্যে পার্থক্য; প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও দক্ষতা উন্নয়ন; সম্পদ ও অর্থায়ন; স্বচ্ছতার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত এবং জবাবদিহিতার কাঠামো নিশ্চিত করা– এই পাঁচটি চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সরকারি ও বেসরকারি খাতসংশ্লিষ্টদের সমন্বয় জরুরি।

গতকাল রাজধানীর মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এমসিসিআই) মিলনায়তনে 'টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বেসরকারি খাতের ভূমিকা' শীর্ষক এক সেমিনারে বক্তারা এ কথা বলেন। এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্লাটফর্ম ও এমসিসিআই যৌথভাবে এ সেমিনারের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী এমএ মান্নান। বক্তব্য দেন এফবিসিসিআইর ভাইস প্রেসিডেন্ট সফিউল ইসলাম মহিউদ্দিন, গবেষণা প্রতিষ্ঠান সিপিডির সম্মানিত ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য, নির্বাহী পরিচালক ড. মোস্তাফিজুর রহমান, ব্যবসায়ী নেতা সৈয়দ নাসিম মঞ্জুর, আবুল কাশেম এবং আসিফ ইব্রাহিম।

এমএ মান্নান বলেন, সরকার সবসময় বেসরকারি খাতের উন্নয়ন চায়। এ জন্য এ খাতের উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সব ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। তবে এসডিজি বাস্তবায়নে বেসরকারি খাত একটি গুরুত্বপূর্ণ সহযোগী। তাই বেসরকারি খাতকে অন্তর্ভুক্তিমূলক অংশগ্রহণের মাধ্যমে সরকার এসডিজি বাস্তবায়ন করতে চায়।

অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, এসডিজির অর্থায়নের ক্ষেত্রে দাতাদের কথা বলা হচ্ছে। এ শব্দটি একেবারে ভুলে যেতে হবে। কারণ এবারের বাজেটে মাত্র ১ শতাংশ সহায়তা নেওয়া হয়েছে। অর্থায়নের বিষয়টি দেশের ভেতর থেকে নিশ্চিত করতে হবে। তিনি বলেন, এ কর্মসূচি বাস্তবায়নে শহর ও গ্রামের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করতে হবে। বাংলাদেশের উদ্যোক্তারা অত্যন্ত উদ্যোমী ও সাহসী। তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে বাংলাদেশ সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এসডিজির লক্ষ্য অর্জনে নিজেদের সক্ষমতা বাড়ানো এবং বেসরকারি খাতের উন্নয়নে তিনি সরকারের পক্ষ থেকে সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দেন। এ ছাড়া বৈদেশিক বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির ওপর গুরুত্বারোপ করে তিনি বলেন, আমাদের অবকাঠামোগত দুর্বলতা রয়েছে। তবে সরকারের পক্ষ থেকে চেষ্টার কমতি নেই।

www.dailyasianage.com
THE ASIAN AGE
CITY EDITION
Date:03-10-2016 Page 11,Col 1-5 Size: 40 Col*Inc

Institutional mechanism required for pvt sectors

Analysts say at a dialogue on the role of private sector in implementing SDGs in BD

Staff Correspondent

Analysts said that creation of an educated institutional mechanism is required to consult private sectors in Bangladesh for achieving the Sustainable Development Goals (SDGs) by 2030, the new development targets set by the United Nations.

They also suggested to double domestic resources to achieve the 17 SDGs, as 82% of the investment in Millennium Development Goals (MDGs) was done by the Bangladesh government. Analysts made the suggestions at a dialogue on "The role of private sector in implementing Sustainable Development Goals (SDGs) in Bangladesh", jointly organized by the Metropolitan Chambers of Commerce and Industry (MCCI) and Citizen's Platform for SDG's, Bangladesh at MCCI conference room on Sunday at 10:00am.

Convener of Citizen's platform for SDG's, Bangladesh Dr Debapriya Bhattacharya was in the chair while MCCI President Syed Nasim Manzur moderated the dialogue. State Minister for Finance and Planning M A Mannan as the chief guest and first Vice-President of the Federation of Bangladesh Chambers of Commerce and Industry (FBCCI) Md Shafiul Islam Mohiuddin as the special guest were presented, while former President of Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI), also Vice-Chairman of New Age Group Asif Ibrahim presented the keynote paper at the dialogue.

State Minister for Finance and Planning M A Mannan addressing SDGs implementation organized by MCCI.

Managing Director and Chief Executing Officer of Green Delta Insurance, Farzana Chowdhury and former DCCI President Abul Kasem Khan were the designated discussants, while executive director of Centre for Policy Dialogue (CPD) Dr Mustafizur Rahman, additional research director Dr Khondaker Golam Moazzem and executive director of Manusher Jonno Foundation Shahin Anam spoke among others at the program.

While addressing the program, M A Mannan has sought cooperation of the business people and civil society for achieving the SDGs.

He said, "The private sector is an important partner of the government for achieving the targets of SDG by 2030 and the government wants to implement these targets through the inclusive participation of the private sector." The chief guest said, "The national budget of the country was foreign-aid dependent in the past but the situation has totally changed now. Revenue collection will have to be increased because around 80 percent fund that will be required for implementation of the SDGs will come from national resources. For this, cooperation of the business people is needed."

Laying emphasis on carrying out research on specific targets for achieving SDGs, M A Mannan also said, "Data is needed first in this regard. For this, the government has taken steps to modernize Bangladesh Bureau of Statistics (BBS) and measures have also been taken to use the country's public universities for the purposes."

Shafiul Islam Mohiuddin said, "Public-private partnership is needed for implementation of SDGs. The private sector wants to extend cooperation but the government will have to create an environment for it."

He also blamed the corruptions of government officials and inefficiency as the obstacles in implementing the SDGs. Debapriya Bhattacharya stressed the need for ensuring good governance, achieving institutional capacity and cutting dependence on foreign assistance for achieving the SDGs. He said, "Till now, all the development framework is government to government framework. It didn't really indicate how the private sectors will get engage in what level: policy making, consulting or other possible ways like investment."

"So, we think of creation of an institutional mechanism to consult private sectors. The institutional mechanism should be structured-basis, including educated follow-up and other stakeholders."

At the keynote paper Asif Ibrahim said, "Bangladesh is rather doing good in the national front, green financing and policies of Bangladesh Bank would need to be aligned with the need of the private sector. Technology and innovation are mostly imported from other countries. We need home grown technology, education, science to be developed in this respect."

He also said, "For ensuring mixed governance, shared responsibility private sector need all related support, bureaucratic mindset should be changed. It should be supportive and friendly to private sector. Regulatory reform is the top requirement."

আমরা জনগণের পক্ষে
বাংলাদেশ প্রতিদিন
Date 03-10-2016 Page 01, Col 4-5 Size: 9 Col*Inc

বিনিয়োগ তথ্যে ঘাটতি

এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্লাটফর্ম বাংলাদেশের আহ্বায়ক খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেছেন, জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা—এসডিজি অর্জনে সরকারি-বেসরকারি খাতের সমন্বয় এবং সবার অংশগ্রহণ প্রয়োজন। এটা ছাড়া এসডিজি অর্জন সম্ভব নয়। তার মতে, তথ্য-উপাত্ত বিষয়টি এসডিজি বাস্তবায়নে একটি বড় বিষয়। তথ্যের ভীষণ রকম

এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৭

বিনিয়োগ তথ্যে

[প্রথম পৃষ্ঠার পর] ঘাটতি রয়েছে। সাধারণভাবে কর্মসংস্থান সংক্রান্ত তথ্যের ঘাটতি এখানে গুরুত্বপূর্ণ। আবার অনানুষ্ঠানিক খাতের বিনিয়োগ তথ্যের ঘাটতিও গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে বেসরকারি খাত একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তাই বেসরকারি খাতকে এসডিজি অর্জনে অন্তর্ভুক্ত করতে হলে সরকারকে অবশ্যই ব্যবসায়িক পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। আর ব্যবসায়ীদের ব্যবসায়িক নৈতিকতার পাশাপাশি সামাজিক দায়িত্ববোধে আরও সচেতন হতে হবে। গতকাল রাজধানীর মতিঝিলের চেম্বার ভবনে দেশের প্রাচীন বাণিজ্য সংগঠন 'মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ—এমসিসিআই ও এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্লাটফর্ম, বাংলাদেশ' যৌথভাবে আয়োজিত 'এসডিজি অর্জনে বেসরকারি খাতের ভূমিকা' শীর্ষক সেমিনারে সূচনা বক্তব্যে এসব কথা বলেন বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ—সিপিডির বিশেষ ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। এতে অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী এম এ মান্নান এমপি প্রধান অতিথি ও ব্যবসায়ী-শিল্পপতিদের শীর্ষ সংগঠন বাংলাদেশ শিল্প ও বণিক সমিতি ফেডারেশন—এফবিসিসিআইর প্রথম সহসভাপতি সফিউল ইসলাম মহিউদ্দিন বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন। এমসিসিআই সভাপতি সৈয়দ নাসিম মনজুরের সভাপতিত্বে ও সঞ্চালনায় সেমিনারে মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ—ডিসিসিআইর সাবেক সভাপতি ও নিউএজ গ্রুপের ভাইস চেয়ারম্যান আসিফ ইব্রাহিম। আরও বক্তব্য দেন সিপিডি নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক ড. মুস্তাফিজুর রহমান, ডিসিসিআইর সাবেক সভাপতি আবুল কাশেম খান প্রমুখ। ওই সেমিনারে অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী এম এ মান্নান বলেন, এসডিজি বাস্তবায়নে সরকার বেসরকারি খাতকে পাশে চায়। বেসরকারি খাতের অন্তর্ভুক্তিমূলক অংশগ্রহণের মাধ্যমে সরকার এসডিজি বাস্তবায়ন করতে চায়। সিপিডি বিশেষ ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, এসডিজি বাস্তবায়নে বেসরকারি খাতের সম্পৃক্ততার ক্ষেত্রে কোনো পক্ষ যেন বাদ না পড়ে। **—নিজস্ব প্রতিবেদক**

বণিক বার্তা

Date:03-10-2016 Page 02 Col 1-3 Size: 30 Col*Inc

Dialogue on
Role of Private Sector in
SDG Implementation
Organised by
MCCI

রাজধানীর মতিঝিলে এমসিসিআই সম্মেলন কক্ষে গতকাল 'দ্য রোল অব প্রাইভেট সেক্টর ইন এসডিজি ইমপ্লিমেন্টেশন' শীর্ষক সেমিনারে বক্তারা ছবি : নিজস্ব আলোকচিত্রী

নাগরিক প্লাটফর্মের সংলাপে বক্তারা

তথ্য ঘাটতিতে বাধাগ্রস্ত এসডিজি বাস্তবায়ন

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

সুস্বাস্থ্য ও মানসম্মত শিক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের পাশাপাশি দারিদ্র্য দূরীকরণসহ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনে বাস্তবায়ন করতে হবে ১৭ ধরনের কর্মসূচি। এসব কর্মসূচি বাস্তবায়নে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। তবে এক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে তথ্য ঘাটতি। যথাযথভাবে এসডিজি বাস্তবায়নে এ প্রতিবন্ধকতা দূর করার পাশাপাশি বেসরকারি খাতের সম্পৃক্ততা প্রয়োজন।

গতকাল রাজধানীর মতিঝিলে মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের (এমসিসিআই) সম্মেলন কক্ষে এক সংলাপে এসব মতামত তুলে ধরেন বেসরকারি খাতের প্রতিনিধিরা। 'দি রোল অব প্রাইভেট সেক্টর ইন সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলস (এসডিজি) ইমপ্লিমেন্টেশন ইন বাংলাদেশ' শীর্ষক সংলাপটির আয়োজন করে দি সিটিজেন প্লাটফর্ম ফর এসডিজি। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন অর্থ প্রতিমন্ত্রী আবদুল মান্নান। বিশেষ অতিথি ছিলেন এফবিসিসিআইয়ের সহসভাপতি সফিউল ইসলাম মহিউদ্দিন। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন পোশাক রফতানিকারক প্রতিষ্ঠান নিউএজ গ্রুপের ভাইস চেয়ারম্যান আসিফ ইব্রাহিম। সংলাপে সঞ্চালনার দায়িত্ব পালন করেন এমসিসিআই সভাপতি সৈয়দ নাসিম মঞ্জুর। সংলাপে আরো বক্তব্য রাখেন সিপিডির নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান, অতিরিক্ত গবেষণা পরিচালক ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম।

> নীতি এবং এর বাস্তবায়নের তারতম্য, দক্ষতা উন্নয়ন ও উদ্ভাবনের ঘাটতিই এসডিজি অর্জনে প্রধান প্রতিবন্ধকতা

মূল প্রবন্ধে আসিফ ইব্রাহিম এডিজি বাস্তবায়নে বেসরকারি খাতের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধির বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেন। এ সময় তিনি দারিদ্র্য দূর করা, ক্ষুধা মুক্ত করা, সুস্বাস্থ্য, মানসম্পন্ন শিক্ষা, লিঙ্গবৈষম্য, সুপেয় পানি ও পরিচ্ছন্ন স্যানিটারি, জ্বালানি, ভালো চাকরি এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো বৈষম্য হ্রাসসহ মোট ১৭টি এসডিজির তথ্য তুলে ধরেন। এসব অর্জনে বাংলাদেশ প্রেক্ষাপটের প্রতিবন্ধকতা হিসেবে তিনি নীতি এবং এর বাস্তবায়নের তারতম্য, দক্ষতা উন্নয়ন ও উদ্ভাবনের ঘাটতি, অর্থায়ন বাধা এবং গবেষণা ও তহবিল ঘাটতি, অপ্রতুল অবকাঠামো, নিয়ন্ত্রণজনিত সমস্যা, সরকারের মধ্যকার সমন্বয়ের ঘাটতি এবং দুর্বল সুশাসনের বিষয়ে উল্লেখ করেন।

সিপিডির সম্মানিত ফেলো দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য তার বক্তব্যে বলেন, তথ্য-উপাত্ত বিষয়টি এসডিজি বাস্তবায়নে একটি বড় বিষয়। তথ্যের বিভিন্ন রকম ঘাটতি রয়েছে। সাধারণভাবে কর্মসংস্থান-সংক্রান্ত তথ্যের ঘাটতি এখানে গুরুত্বপূর্ণ। আবার অনানুষ্ঠানিক খাতের বিনিয়োগ তথ্যের ঘাটতিও গুরুত্বপূর্ণ। দ্বিতীয়ত, এডিজি বাস্তবায়নে বেসরকারি খাতের সম্পৃক্ততার ক্ষেত্রে কোনো পক্ষ যাতে বাদ না পড়ে। এক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ীদের সম্পৃক্ত করার বিষয়ে অগ্রাধিকার দেয়া প্রয়োজন। এমসিসিআই ও এফবিসিআইয়ের সমন্বয়ে তাদের সম্পৃক্ত করতে হবে। এসডিজি নিয়ে বেসরকারি খাতের সমন্বিত একটি প্রকাশনা সরকারের কাছে পৌছানোর গুরুত্বও তিনি তুলে ধরেন।

এফবিসিসিআই সহসভাপতি সফিউল ইসলাম মহিউদ্দিন বলেন, বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। আর অনেক ধরনের প্রতিবন্ধকতা নিয়েই এগোচ্ছে। যেমন এখনো শুধু পোশাক খাতের ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে। ব্যবসায়ীদের দাবির প্রতিফলন দেখা যায় না বাজেটে। অর্থায়ন সমস্যা যেমন আছে, তেমনি আছে জ্বালানি সংকট। স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনায় তাই আমাদের আরো সুনির্দিষ্ট বিষয়ে মনোযোগী হতে হবে। আর সব কিছুর পাশাপাশি আছে রাজনৈতিক সদিচ্ছা, প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে যে সদিচ্ছা দেখা যায়, তা সর্বক্ষেত্রে ছড়িয়ে দিতে হবে।

অর্থ প্রতিমন্ত্রী আবদুল মান্নান বলেন, অবকাঠামো উন্নয়ন চলমান প্রক্রিয়া। কিছুদিনের মধ্যে অবকাঠামোয় চীন বড় ধরনের পরিকল্পনা নিয়ে আসছে। তথ্যের ঘাটতিসহ যথাযথ ক্ষেত্রে দক্ষতা উন্নয়নও করা প্রয়োজন। এ মুহূর্তে বাংলাদেশ বিশ্বের এক নম্বর কল্যাণমূলক দেশ, কিন্তু তা শুধু স্বল্প সংখ্যক জনগোষ্ঠীর জন্য। আরো গঠনমূলক সংলাপের মাধ্যমে আমাদের সামনে এগিয়ে যেতে হবে।

এমসিসিআই সভাপতি নাসিম মঞ্জুর বলেন, এসডিজির ১৭টি এজেন্ডার মধ্যে ১০টিতেই সাসটেইনেবল বা টেকসই শব্দটির উল্লেখ রয়েছে। টেকসই হতে হলে ব্যবসা-বাণিজ্য টিকিয়ে রাখতে হবে। আমাদের তথ্য ঘাটতি রয়েছে। সরকারের অনেক ব্যয় হচ্ছে কিন্তু মান আরো বাড়াতে হবে। আরো গঠনমূলক সংলাপের বিষয়েও গুরুত্ব আরোপ করেন তিনি।

Second Edition
daily observer
We stand for people's rights
www.observerbd.com
Date:03-10-2016 Page 17, Col 1-5 Size: 27.5 Col* Inc

SDG projects open up huge business opportunities for private sector

Staff Correspondent

Private sector investors think there are lots of business opportunities in different infrastructure and development projects under the Sustainable Development Goal (SDG) implementing programmes of the government.

Local business leaders, entrepreneurs, academicians and scholars of a private think-tank while discussing at a seminar in the city on Sunday said private investments with government's support can take up the challenges of meeting the developmental goals.

The seminar was jointly hosted by Citizen's Platform for SDGs, Bangladesh and Metropolitan Chamber of Commerce and Industries (MCCI) on 'Role of Private Sector in SDG Implementation.'

State Minister for Finance and Planning MA Mannan and Federation of Bangladesh Chambers of Commerce and Industry First Vice President Md Shafiul Islam (Mohiuddin) were the chief and special guests at the seminar chaired by MCCI President Syed Nasim Manzur.

Dr Debapriya Bhattacharya, Convenor, Citizen's Platform for SDGs, Bangladesh in his introductory remarks said foreign loan is not required for implementing SDG programmes.

He said Bangladesh achieved 82 per cent millennium development goals with spending it own money.

Bhattacharya said SMEs must get support for sustainable developments and he also said, "We do not have adequate data and no proper research and development works that we need to investment under SDG indicators."

State Minister said, "Our Prime Minister is always aware of infrastructure development projects and in our NEC meeting she always monitors about progress of ongoing projects."

He said the government thinks developments under SDGs and is working on to select few projects that would be discussed during Chinese premier's visit to Bangladesh this month.

He said, "We are not dependent on foreign funds for our infrastructure projects."

The minister said the state owned BBS is instructed to improve data and work on fields where both public and private investments may take place.

He said Bangladesh has already met a good number of MDGs indicators which are now under SDGs at social welfare programs taken by Prime Minister Sheikh Hasina.

New Age Group Vice Chairman and a former DCCI President Asif Ibrahim in his key note speech pointed out problems and challenges of implementing SDGs goal in Bangladesh.

Ibrahin said land scarcity, high population and climate changes are challenges in achieving goals but with adequate data availability, green financing policies, regulatory reforms and public private partnership can help to develop.

The FBCCI leader Mohiuddin said, "We the business people are facing various problems such as in ports and in conflicting policies of import duties.

He said once problems in doing business are solved it would accelerate other developments and help to achieve sustainable development goals.

CPD Executive Director Mustafizur Rahman said, "Data improvement is a major problem in identifying problems where both the government and private party can together work to improve quality and development.

Farzana Chowdhury, a member of the Citizen's Platform for SDGs, Abul Kashem Khan, a former DCCI president, Akber (AL) Hakim, managing director, Engineering Resources, Abdus Sattar Dulal representing Bangladesh Protobondhi Foundation and others also spoke in the seminar.

The Daily Star

Date:03-10-2016 Page 21, Col: 2-6 Size: 48 Col*Inc

Involve private sector in SDGs: analysts

STAR BUSINESS REPORT

The government should involve the private sector in the implementation of sustainable development goals (SDGs), as the private sector is the engine of economic growth, said businesses and trade analysts yesterday.

The SDGs, a roadmap for inclusive economic growth adopted by the United Nations last year, are very much related to private sector development, they said. The private sector should also be involved in policy formulation for the SDGs.

As per the roadmap, 17 goals will have to be achieved by 2030.

Bangladesh's economic growth is led by exports and the private sector, which holds an 80 percent stake in the national economy.

"The total investment outlay of the 7th five-year plan is $407 billion, of which, the private sector's share is 77.3 percent or $314 billion and the public sector's share is 22.7 percent or $92 billion," said Asif Ibrahim, vice-chairman of Newage Group, a leading garment maker.

READ MORE ON B3

STAR

Debapriya Bhattacharya, CPD distinguished fellow, speaks at a discussion on sustainable development goals at MCCI office in Dhaka yesterday. MA Mannan, state minister for finance and planning, and Syed Nasim Manzur, president of MCCI, were also present.

Involve private sector in SDGs: analysts

FROM PAGE B1

Ibrahim was presenting a keynote paper on 'the role of private sector in implementing sustainable development goals in Bangladesh' that was co-organised by Citizen's Platform for SDGs and Metropolitan Chamber of Commerce and Industry at the latter's office in Dhaka.

To achieve the target by 2030, gross domestic investment as a percentage of GDP would need to increase from 28.97 percent to 34.4 percent; foreign direct investment would also need to increase from $2.25 billion to $9.56 billion, he said in the paper.

"A private sector taskforce can be established to place an integrated opinion before the government," Ibrahim said.

Debapriya Bhattacharya, distinguished fellow of the Centre for Policy Dialogue, a private think tank, said the private sector's role is obvious in the implementation of the SDGs.

However, it will be complex as the roles of the private sector have not been clearly defined in the SDG documents.

Bangladesh has a vibrant private sector and it is related to the issues, like creating decent jobs, being environmentally sustainable, corporate social responsibility and ethical production, he added.

Bangladesh needs authentic data in two important sectors so that the right action can be taken for the implementation of the SDGs -- the two important sectors are employment data and investment data, said Bhattacharya.

Bangladesh has a lack of data of investment in the informal sector, he said.

The government should also spend a remarkable amount of money on research and development so that the real data can be obtained to take proper action, he said.

Mustafizur Rahman, executive director of CPD, said, "The private sector is an integrated part of the SDGs, unlike the millennium development goals."

Khondaker Golam Moazzem, additional research director of CPD, said the implementation of SDGs is a global issue now.

Shaheen Anam, executive director of Manusher Jonno Foundation, said misunderstanding can be created among the civil society members, NGOs, private sector and the government on various issues.

"We should have a common understanding. Nothing will happen if we do not have transparent and accountable institutions," Anam said. Unless the SDGs are accepted by the mass people, it will not be implemented, she added.

Bangladesh's economy is highly dependent on the private sector and exports, said Shafiul Islam Mohiuddin, vice-president of the Federation of Bangladesh Chambers of Commerce and Industry.

Remittances from migrant workers are also contributing a lot to the economy, he added.

Perennial crisis of power and gas in the industrial units is one of the challenges to achieving the goals, he said. "We also want to see diversification of export products," Mohiuddin said.

MA Mannan, state minister for finance and planning, said the government will hold dialogues with the private sector to implement the SDGs.

The government has a plan to build a mega town where at least 30 million people can reside, to reduce the burden on Dhaka city, he said.

Abul Kasem Khan, former president of Dhaka Chamber of Commerce and Industry, called for recycling of goods, to save the environment.

"Land use should be in a planned way and land zoning is very important for us. We need to reduce Dhaka-centric urbanisation. We need a public-private planning mechanism," Khan said.

"The quality of public procurement is very important. We should not hold sporadic dialogue. We need a liveable Dhaka city," said Syed Nasim Manzur, president of MCCI, while moderating the discussion.

TRUE & IMPARTIAL
daily sun
Date:03-10-2016 Page:02, Col:2-5 Size:20 Col*Inc

Govt urged to involve stakeholders in strategy evolving process for SDGs

Speakers at a seminar urged the government to involve all stakeholders, specially the private sector, in policy and strategy evolving process to implement Sustainable Development Goals (SDGs) to achieve the target, reports UNB.

They said there should be a "public-private planning mechanism" so that private sector could be involved in a better way to attain the targets of the SDGs.

Metropolitan Chamber of Commerce and Industry (MCCI) and Citizen Platform for SDGs, Bangladesh jointly organised the seminar at the MCCI conference room. The seminar was moderated by MCCI president Syed Nasim Manzur.

State Minister for Finance and Planning Abdul Mannan, who addressed the seminar as the chief guest, welcomed the private sector's willingness to play a proactive role in the implementation of SDGs.

He, however, criticised a suggestion for seeking donors' financing for private sector project, said, "Thinking of donor financing should be thrown out from minds. There is no single penny from the donors in the current budget".

He said the government appreciates donors' willingness to help the country. "But we're not dependent on them. There is only 20 percent involvement of donors in the SDG projects," he said.

Making a presentation on "The Role of Private Sector in Implementing SDGs in Bangladesh," Asif Ibrahim, former president of Dhaka chamber, said the main challenges of SDGs are population, poverty and inequality, unplanned urbanisation, energy security, insufficient water resource management, natural disaster and climate change.

In Bangladesh perspective, he said, the challenges for implementation of SDGs are the gaps between policies and implementation, regulatory constraints, lack of coordination among the government and other organisations, week governance, inadequate infrastructures, financial constraints, and lack of research and funding.

FBCCI senior vice president Shafiul Islam Mohiuddin said this has been very unfortunate that the Prime Minister has to intervene in resolving every issue as there is no other person in between the PM and the implementing agencies.

Giving latest experience, he said businessmen had to send massage to Prime Minister while she was staying in the USA to resolve the problems in the Chittagong port during the recent strike.

Centre for Policy Dialogue (CPD) distinguish fellow Dr. Bebapriya Bhattacharya said there is no reliable data on unemployment and investment in the country for which development plan is not properly prepared.

TRUE & IMPARTIAL
daily sun

Date:03-10-2016 Page:17, Col:6-8 Size:15 Col*Inc

Role o vate Sec
SD lementa
MCCI

Dr. Debapriya Bhattacharya, a macro-economist and a Distinguished Fellow of the Centre for Policy Dialogue (CPD), speaks at a seminar on "Role of Private Sector in SDG Implementation," at MCCI auditorium in the capital on Sunday.

Dhaka Tribune
Date:03-10-2016 Page 13 Col 2-5 Size: 32 Col*Inc

Pvt sector active involvement needed to achieve SDGs

Tribune Business Desk

Active involvement of the private sector is imperative to achieve sustainable development goals (SDGs) in Bangladesh, civil society and business leaders said yesterday at an event.

But unfortunately, Bangladesh is lagging behind in terms of engaging the private sector in the SDG attainment, they observed.

The observation was made at a seminar on "The role of private sector in implementing SDGs in Bangladesh" jointly organised by the Metropolitan Chamber of Commerce and Industries (MCCI) and Citizen's Platform for SDGs Bangladesh at MCCI.

Citing the examples of India, Federation of Bangladesh Chamber of Commerce and Industry (FBCCI) first vice-president Md Shafiul Islam Mohiuddin sought the government support to ensure proper delivery of services to the private sector for implementing SDGs.

Mentioning the government services, he said, "There are many officials who are not efficient (in service delivery). They should not be there."

The leader of the apex trade body alleged that syndicates pilfer the goods at ports because of inefficiency of the government agencies.

He said the prime minister has the political will for the development of the country but those responsible for execution of her plans need high level of efficiency.

Role of Private Sector in SDG Implementation

Speakers at a seminar on 'Role of Private Sector' in SDG implementation. The Metropolitan Chamber of Commerce and Industries and Citizen's Platfrom jointly organised the event **COURTESY**

MCCI president Syed Nasim Manzur said the government is advising industries to go for new technologies, but in practice, it is discouraging them to acquire advanced technologies by imposing taxes.

Citizen's Platform convener Dr Debapriya Bhattacharya who is also a CPD distinguished fellow said MDGs were a business of only the government but SDGs are not a business only of the government, they are the affairs also of the private sector.

He said Bangladesh is lagging behind many countries in engaging the private sector for the attainment of the SDG goals.

"82% of MDGs financing will come from the private sector. So, the private sector should be focused in achieving the SDGs. Seven of the 17 SDGs are directly linked with the trade, business and investment."

UNDP deputy Country Director for Bangladesh Sujana Pant put emphasis on ensuring transparent government policies.

She said taxpayers need to know where and how their money is being spent.

In response to the deliberations, state minister for finance and planning MA Mannan assured the leaders from the private sector, officials from think tanks and non-government organisations of giving fair role.

"You are talking about incentives and support. We are already offering incentives and support. But the government has resource limitation," he said.

Former DCCI president Asif Ibrahim presented the keynote paper at the seminar. CPD Executive Director Prof Mustafizur Rahman, former DCCI president Abul Kasem Khan, Green Delta Insurance Co Ltd Managing Director Farzana Chowdhury and Shaheen Aman of Manusher Jonno Foundation, among others, spoke at the event. ●

The
Financial Express
Date: 03-10-2016 Page 08, Col: 1-4 Size: 42 Col*Inc

SDG Implementati
Organised by
MCCI

State minister for finance and planning M A Mannan speaks at a dialogue on 'Role of Private Sector in SDG Implementation' in the capital on Sunday. — FE Photo

Engage pvt sector more in task of attaining SDGs

Businesses, civil society leaders urge govt

FE Report

The country's business leaders and civil society members have sought their enhanced engagement in the task of attaining the Sustainable Development Goals (SDGs) and their proper monitoring.

They have opined that Bangladesh is lagging behind many other countries in engaging private sector in achieving SDGs.

They said these at a dialogue at the Metropolitan Chamber of Commerce and Industry, Dhaka (MCCI) on Sunday.

The Citizen's Platform for SDGs, a forum of business and civil society leaders and NGO officials, organised the dialogue titled 'Role of Private Sector in SDG Implementation'.

Speaking as the chief guest at the event, state minister for finance and planning M A Mannan assured the business leaders, private think-tanks and non-governmental organisations (NGOs) of offering a fair role in SDG attainment.

Describing the private sector as the engine of growth, he said: "We're ready to sit with you (regarding the matter)... You can come up with a proposal on how we can formulate an efficient for mechanism implementation of SDGs."

"You are talking about incentives and support. We're already offering incentives and support. But the government has resource limitation," he said.

Highlighting the role of private sector in national economy, Mr Mannan urged them not to look for funds from donors.

The Federation of Bangladesh Chambers of Commerce and Industry (FBCCI) first vice-president Md Safiul Islam Mohiuddin was the special guest, while former DCCI president Asif Ibrahim presented the keynote paper.

Citizen's Platform convenor and distinguished fellow of Centre for Policy Dialogue (CPD) Dr Debapriya Bhattacharya, MCCI president Syed Nasim Manzur, UNDP deputy country director for Bangladesh Sujana Pant, CPD executive director Prof Mustafizur Rahman and additional director Dr Khondaker Golam Moazzem, former DCCI president Abul Kasem Khan, Green Delta Insurance Co Ltd managing director Farzana Chowdhury, and

Continued to page 7 Col. 4

Engage pvt sector

Continued from page 8 col. 4

Shaheen Anam of Manusher Jonno Foundation also spoke.

Mr Mohiuddin urged the government to ensure proper delivery of services for attainment of SDGs.

"There are many officials who are not efficient (in delivering services). They should not be there," he said.

The apex trade-body leader alleged that syndicates steal goods at ports because of inefficiency of the government agencies.

Mr Debapriya said MDGs were a business of the government only. But SDGs are not a business of the government alone, they are the affairs of private sector also.

He suggested holding more public-private sector dialogues to devise strategy for attainment of SDGs and their proper monitoring.

According to him, Bangladesh is lagging behind many countries in engaging private sector for achievement of SDGs.

Mr Nasim Manzur said the government is advising industries to opt for new technologies. However, in practice it is discouraging them to acquire advanced technologies by imposing taxes on the same.

He focused on the need for expansion of capital Dhaka and commercial city Chittagong as well as enhancement of services there to maintain investment.

Highlighting various problems in the capital, he said: "We cannot fix Bangladesh, if we fail to fix Dhaka."

The UNDP deputy country director emphasised ensuring transparency in the government policies. She said taxpayers need to know where and how their money is being spent.

rahmansrdk@gmail.com

theindependent

Date:03-10-2016 Page:09, Col: 1-5 Size: 40 Col*Inc

Public-private partnership key to achieve SDGs: Mannan

STAFF REPORTER

SDG Implementation
2 October 2016
MCCI Auditorium, Dhaka
Organised by
MCCI
Citizen's Platform for SDGs, Bangladesh

Convener of the Citizens Platform for implementation of SDGs Dr Debapriya Bhattacharya speaks at a seminar on "The role of private sector in implementing Sustainable Development Goals in Bangladesh" in the MCCI auditorium in the capital yesterday. INDEPENDENT PHOTO

State Minister for Finance and Planning M A Mannan has sought cooperation of the business people and civil society for achieving the Sustainable Development Goals (SDGs), saying that the private sector is an important partner of the government in this regard.

"The private sector is important for achieving the 17 targets of SDG by 2030 and the government wants to implement these targets through the inclusive participation of the private sector," he said while speaking at a seminar on "The role of private sector in implementing Sustainable Development Goals in Bangladesh in the MCCI auditorium in the capital yesterday.

MCCI President Syed Nasim Manzur moderated the discussion while senior vice-president of FBCCI Shafiul Islam Mohiuddin, convener of the Citizen Platform for implementation of SDGs Dr Debapriya Bhattacharya, executive director of CPD Dr Mustafizur Rahman and additional research director Dr Khondaker Golam Moazzem and executive director of Manusher Jonno Foundation Shahin Anam, among others, spoke at the seminar.

Former President of Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) Asif Ibrahim presented the keynote paper.

M A Mannan said the national budget of the country was foreign-aid dependent in the past but the situation has totally changed now. Revenue collection will have to be increased because around 80 per cent fund that will be required for implementation of the SDGs will come from national resources, he said adding that for this, cooperation of the business people is needed.

Laying emphasis on carrying out research on specific targets for achieving SDGs, he said data is needed first in this regard.

For this, the government has taken steps to modernise Bangladesh Bureau of Statistics (BBS) and measures have also been taken to use the country's public universities for the purposes, he added.

Shafiul said public-private partnership is needed for implementation of SDGs. The private sector wants to extend cooperation but the government will have to create an environment for it, he added.

Debapriya stressed the need for ensuring good governance, achieving institutional capacity and cutting dependence on foreign assistance for achieving the SDGs. He also laid emphasis on transparency and accountability in public expenditures.

Debapriya stressed the need for data on investment and employment generation to understand the achievement of SDGs.

He said 82 per cent of MDGs financing from the private sector. So, the private sector should be focused in achieving the SDGs.

Seven of the 17 SDGs are directly linked with trade, business and investment. So, without real and effective collaboration between the government and the private sector, the SDGs cannot be achieved, he said. The expectation from the development sector to implement the SDGs is wrong, he added.

Former president of DCCI and vice chairman of Newage Group, Asif Ibrahim, said if 6 per cent GDP growth continues till 2030 a total of 1.5 crore new jobs will be generated in industrial sector within next 14 years.

Referring to labour force survey he said 51.43 lakh jobs will create in agriculture and food processing sector, 80.70 lakhs in ready made garments 10.98 lakh in light engineering, 2.45 lakh in leather and leather products, 2.12 lakh in pharmaceuticals, and 2.04 lakh in ICT and software sector.

He further said technology and innovation are mostly important from other country.

"We need home grown technology, education, science to be developed in this respect," he added.

দৈনিক
ইত্তেফাক
Date:03-10-2016 Page: 20, Col 6-7 Size: 14 Col*Inc

এসডিজি বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জ অর্থায়ন ও অদক্ষতা

এমসিসিআইয়ের সভায় বক্তারা

■ **ইত্তেফাক রিপোর্ট**

জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) বাস্তবায়নে বড় সমস্যা হিসেবে অর্থায়ন ও আমলাদের অদক্ষতাকে দায়ী করেছে এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ। গতকাল মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি (এমসিসিআই) ও নাগরিক প্ল্যাটফর্মের যৌথ আয়োজনে অনুষ্ঠিত এক মতবিনিময় সভায় উপস্থিত বক্তারা বলেন, এসডিজি বাস্তবায়নে বেসরকারি খাত প্রস্তুত রয়েছে। তবে এজন্য বড় ধরনের অর্থায়ন প্রয়োজন। বিষয়টিকে আগামী বাজেটে গুরুত্ব দেয়া দরকার। এছাড়া দেশে আমলাদের দক্ষতার অভাব রয়েছে। ছোট কোনো বিষয় সমাধান করতেও তাদেরকে দিয়ে কাজ হয় না। প্রধানমন্ত্রীকে হস্তক্ষেপ করতে হয়। এসব অদক্ষ আমলারা বহাল থাকলে এসডিজি বাস্তবায়ন সম্ভব হবে না।

এমসিসিআইয়ের সভাপতি সৈয়দ নাসিম মঞ্জুরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী আব্দুল মান্নান, এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রির (এফবিসিসিআই) প্রথম সহ-সভাপতি শফিউল ইসলাম।

প্রতিমন্ত্রী আব্দুল মান্নান এমপি বলেন, এসডিজি বাস্তবায়নে সরকার বেসরকারি খাতকে বড় অবদান রাখতে হবে। এ জন্য প্রয়োজনীয় সব ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। তিনি বলেন, চলতি অর্থবছরের বাজেটে বৈদেশিক অনুদান এক শতাংশেরও নীচে। আর এসডিজি বাস্তবায়নে ৮০ শতাংশ অর্থই ব্যয় হবে দেশীয় সম্পদ থেকে। আমরা এখন আর বিদেশি অর্থায়নের দিকে তাকিয়ে নেই। তাই এসডিজি বাস্তবায়নে আমাদেরকে রাজস্ব বাড়াতে হবে। এ জন্য প্রয়োজন ব্যবসায়ীদের সহযোগিতা। আমরা ব্যবসায়ীদের পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

এসডিজি বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জ

২০ পৃষ্ঠার পর

সংগঠন এফবিসিসিআই, এমসিসিআই, ডিসিসিআইসহ সবার সহযোগিতায় আগামী অর্থবছরেই নতুন ভ্যাট আইন বাস্তবায়ন করবো।

শফিউল ইসলাম বলেন, বাংলাদেশের আমদানি ও রপ্তানির সিংহ ভাগই হয় চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে। এ বন্দরের কার্যক্রম নির্বিঘ্ন হতে হবে। অথচ সম্প্রতি চট্টগ্রাম বন্দরকে সচল করার ব্যাপারে আমাদের আমলাদের অদক্ষতা চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে উদ্যোক্তাদের। শেষ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীকে ফোন করে সমস্যার সমাধান করতে হয়েছে। এ ধরনের অদক্ষ আমলাদের দিয়ে এসডিজি বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়।

সভায় 'এসডিজি বাস্তবায়নে বেসরকারি খাতের ভূমিকা' শীর্ষক নিবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রির (ডিসিসিআই) সাবেক সভাপতি আসিফ ইব্রাহিম। নিবন্ধের উপর প্যানেল আলোচক ছিলেন ডিসিসিআইয়ের সাবেক সভাপতি আবুল কাশেম খান এবং গ্রীন ডেল্টা ইন্স্যুরেন্সের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফারজানা চৌধুরী। সভায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ-এর আহ্বায়ক ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য, সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) নির্বাহী পরিচালক ড. মুস্তাফিজুর রহমান, বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী কল্যাণ সমিতির প্রতিষ্ঠাতা আব্দুস সাত্তার দুলাল, বাংলাদেশ ইন্ডেন্টিং এজেন্টস এসোসিয়েশনের সভাপতি এম এস সিদ্দিকী এবং মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন'র নির্বাহী পরিচালক শাহীন আনমসহ আরো অনেকে।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, এসডিজি বাস্তবায়নের অর্থ শুধু প্রবৃদ্ধি অর্জন আর বেকারত্ব দূর করা নয়। বরং এর অর্থ হলো—একটি বসবাসযোগ্য পৃথিবী তৈরি করা। শ্রমিকদের জন্য নিরাপদ কর্মস্থল তৈরি করা। নারীদের জন্য সহায়ক কর্ম পরিবেশ তৈরি করা। বেসরকারি খাতের জন্য বিনিয়োগ সহায়ক অবকাঠামো তৈরি করা এবং মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা। এ বিষয়গুলো সরকার একা করতে পারবে না। এজন্য সবার সমন্বিত পদক্ষেপ প্রয়োজন।

দৈনিক জনকণ্ঠ
Date:03-10-2016 Page:18 Col: 1-5 Size: 25 Col*Inc

দেশীয় সম্পদ থেকে অর্থ ব্যয় ৮০ শতাংশ

এসডিজি বাস্তবায়নে ব্যবসায়ী ও নাগরিক সমাজের সহযোগিতা চায় সরকার

অর্থনৈতিক রিপোর্টার ॥ জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) বাস্তবায়নে ৮০ শতাংশ অর্থ ব্যয় হবে দেশীয় সম্পদ থেকে। তাই আমাদের রাজস্ব বাড়াতে হবে। এজন্য ব্যবসায়ী ও নাগরিক সমাজের সহযোগিতা চেয়েছেন অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী এম এ মান্নান। তিনি বলেন, ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজির ১৭টি লক্ষ্য-অর্জনের ক্ষেত্রে বেসরকারী খাত গুরুত্বপূর্ণ সহযোগী। তাই বেসরকারী খাতের অন্তর্ভুক্তিমূলক অংশগ্রহণের মাধ্যমে সরকার এসডিজি বাস্তবায়ন করতে চায়। ব্যবসায়ী-নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিসহ সবাই একসঙ্গে কাজ করব। রবিবার রাজধানীর মতিঝিল এমসিসিআই মিলনায়তনে 'বাংলাদেশে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) বাস্তবায়নে বেসরকারী খাতের ভূমিকা' শীর্ষক এক সেমিনারে তিনি এ কথা বলেন। মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স এ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (এমসিসিআই) সহযোগিতায় এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্লাটফর্ম, বাংলাদেশ সেমিনারের আয়োজন করে। এমসিসিআই সভাপতি সৈয়দ নাসিম মঞ্জুরের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে এফবিসিসিআইয়ের জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি শফিউল ইসলাম মহিউদ্দিন, এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম বাংলাদেশের আহ্বায়ক ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য, সিপিডির নির্বাহী পরিচালক ড. মুস্তাফিজুর রহমান ও অতিরিক্ত গবেষণা পরিচালক গোলাম মোয়াজ্জেম, বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক শাহীন আনাম প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। ঢাকা চেম্বারের সাবেক সভাপতি ও নিউএজ গ্রুপের ভাইস চেয়ারম্যান আসিফ ইব্রাহিম এতে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, আগে আমাদের জাতীয় বাজেট বিদেশী অনুদান নির্ভর ছিল। এখন সেই দিন নেই। চলতি অর্থবছরের বাজেটে বৈদেশিক অনুদান এক শতাংশের নিচে। এসডিজি বাস্তবায়নে ৮০ শতাংশ অর্থ ব্যয় হবে দেশীয় সম্পদ থেকে। তাই আমাদের রাজস্ব বাড়াতে হবে। এজন্য প্রয়োজন ব্যবসায়ীদের সহযোগিতা। এসডিজি অর্জন করতে হলে আমাদের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে গবেষণা করতে হবে উল্লেখ করে এম এ মান্নান বলেন, এজন্য সবার আগে প্রয়োজন তথ্য। তাই বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোকে আধুনিকায়ন করা হচ্ছে। পাশাপাশি সঠিক তথ্য-উপাত্ত পেতে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকেও কাজে লাগানোর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ব্যবসায়ী সংগঠনগুলোর সহযোগিতায় আগামী অর্থবছরেই নতুন ভ্যাট আইন বাস্তবায়ন করা হবে বলে তিনি জানান।

অনুষ্ঠানে এফবিসিসিআইয়ের জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি শফিউল ইসলাম মহিউদ্দিন বলেন, এসডিজি বাস্তবায়নে পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ প্রয়োজন। বেসরকারী খাত সরকারকে সহযোগিতা করতে চায়। তবে সেই সহযোগিতার ক্ষেত্র সরকারকে নিশ্চিত করতে হবে। ড. দেবপ্রিয় বলেন, এসডিজি বাস্তবায়নে প্রয়োজন সবার অংশগ্রহণ। এক্ষেত্রে বেসরকারী খাত একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তিনি বলেন, বাংলাদেশ এই মুহূর্তে সামাজিক নিরাপত্তায় জিডিপির ২ শতাংশ ব্যয় করছে, এসডিজি অর্জনে এ খাতে জিডিপির ৩ শতাংশ ব্যয় করতে হবে একইভাবে শিক্ষায় ২ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে জিডিপির থেকে ৭ শতাংশ, নারী উন্নয়নে ২ দশমিক ৬ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৪ শতাংশ করতে হবে। শিল্প ও কৃষি খাতে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। তিনি আরও বলেন, সরকারী ও বেসরকারী খাতের সমন্বয় ছাড়া এসডিজি অর্জন সম্ভব নয় তাই এসডিজি অর্জনে বেসরকারী খাত প্রধান মাধ্যম হিসেবে কাজ করবে বলে জানান তিনি। দেবপ্রিয় বলেন, বেসরকারী খাতকে এসডিজি অর্জনে অন্তর্ভুক্ত করতে গেলে সরকারকে অবশ্যই ব্যবসায়িক পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। আর ব্যবসায়ীদের সামাজিক দায়বদ্ধতার পাশাপাশি ব্যবসায়িক নৈতিকতার ওপর জোর দিতে হবে। সিপিডির নির্বাহী পরিচালক মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, অন্য দেশগুলো কীভাবে এসডিজি বাস্তবায়ন করছে তা আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে। এছাড়াও দেশে এসডিজি বাস্তবায়নের জন্য মনিটরিং দরকার। সরকারী-বেসরকারী অংশীদারিত্বে আমাদের এসডিজি বাস্তবায়ন করতে হবে। যদিও অবকাঠামো সঙ্কট, সুশাসনের অভাব ও রাজনৈতিক অস্থিরতা থাকলেও বাংলাদেশ দারিদ্র্য বিমোচন, শিশুপুষ্টি, প্রাথমিক শিক্ষায় অংশগ্রহণ, শিক্ষায় লিঙ্গ সমতা, শিশু মৃত্যু কমানো, এক বছরের কম বয়সীদের শিশুদের প্রতিষেধক দেয়া, এইচআইভি নিয়ন্ত্রণ ও সুপেয় পানির ব্যবস্থায় অনেক এগিয়ে। সেমিনারে মূল প্রবন্ধে আসিফ ইব্রাহিম বলেন, বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এসডিজি অর্জনে দারিদ্র্য দূরীকরণ ও জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলা প্রধান চ্যালেঞ্জ, এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বেসরকারী খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। তবে এক্ষেত্রে সবার আগে সরকারী সহায়তা প্রয়োজন।

যুগান্তর
Date:03-10-2016 Page 15, Col 1-4 Size: 22 Col*Inc

এসডিজি বাস্তবায়নে ৫ চ্যালেঞ্জ

Role of Private Sector in
SDG Implementation

যুগান্তর রিপোর্ট

জাতিসংঘ ঘোষিত সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল (এসডিজি) বা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাংলাদেশের সামনে এখন পাঁচ চ্যালেঞ্জ। এগুলো হচ্ছে— প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বাড়ানো, সম্পদ ও অর্থায়ন, নীতি গ্রহণ ও তা বাস্তবায়নের মধ্যে পার্থক্য, স্বচ্ছতার জন্য প্রয়োজনীয় পরিসংখ্যান জানানো এবং সবশেষে জবাবদিহিতার কাঠামো নিশ্চিত করা। এসব কর্মসূচি বাস্তবায়নে বেসরকারি খাত প্রস্তুত, তবে অর্থায়নে সরকারের সহযোগিতা জরুরি। রোববার এসডিজি বাস্তবায়ন প্লাটফর্ম আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তারা এসব কথা বলেন।

রাজধানীর মেট্রোপলিটান চেম্বার মিলনায়তনে এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী আবদুল মান্নান। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআইয়ের ভাইস প্রেসিডেন্ট সফিউল ইসলাম মহিউদ্দিন, গবেষণা প্রতিষ্ঠান সিপিডির ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য, নির্বাহী পরিচালক ড. মোস্তাফিজুর রহমান, ব্যবসায়ী নেতা সৈয়দ নাসিম মঞ্জুর, আবুল কাশেম ও আসিফ ইব্রাহিম। এছাড়াও অনুষ্ঠানে এসডিজি বাস্তবায়নে সরকার, বেসরকারি খাত এবং অন্য স্টেকহোল্ডারদের সমন্বয়ে জাতীয় বাস্তবায়ন ফোরাম গঠনের আহ্বান জানানো হয়। অর্থ প্রতিমন্ত্রী বলেন, এসডিজির অর্থায়নের ক্ষেত্রে দাতাদের কথা বলা হচ্ছে। এ শব্দটি একেবারে ভুলে যেতে হবে। কারণ এবারের বাজেটে মাত্র ১ শতাংশ সহায়তা নেয়া হয়েছে। অর্থায়নের বিষয়টি দেশের ভেতর থেকে নিশ্চিত করতে হবে। তিনি বলেন, এ কর্মসূচি বাস্তবায়নে শহর ও গ্রামের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করতে হবে। তার মতে, বাংলাদেশের উদ্যোক্তারা অত্যন্ত উদ্যোমী ও সাহসী। তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে বাংলাদেশ সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এসডিজির লক্ষ্য অর্জনে নিজেদের সক্ষমতা বাড়ানো এবং বেসরকারি খাতের উন্নয়নে তিনি সরকারের পক্ষ থেকে সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দেন। বৈদেশিক বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির ওপর গুরুত্বারোপ করেন তিনি। অর্থ প্রতিমন্ত্রী বলেন, আমাদের অবকাঠামোগত দুর্বলতা রয়েছে। তবে সরকারের পক্ষ থেকে চেষ্টার কমতি নেই।

সফিউল ইসলাম মহিউদ্দিন বলেন, এমন একসময় কর্মসূচি সামনে এসেছে, যখন বিশ্বের সঙ্গে বাংলাদেশের অনেক ইস্যু জড়িত। এর মধ্যে রয়েছে ট্রান্স প্যাসেফিক পার্টনারশিপ বা টিপিপি, ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে যুক্তরাজ্যের বের হয়ে যাওয়া (ব্রেক্সিট) এবং যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচন। তবে তিনি বলেন, বেসরকারি খাত কখনোই দাতাদের ওপর নির্ভরশীল ছিল না। এ সময়ে তিনি চট্টগ্রাম বন্দরের নিরবিচ্ছিন্ন পণ্য সরবরাহের পদ্ধতি চালু রাখার আহ্বান জানান।

আসিফ ইব্রাহিম বলেন, এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য আগামী ২০৩০ সাল পর্যন্ত প্রতি বছর বিশ্বে ৫ থেকে ৭ ট্রিলিয়ন ডলার অতিরিক্ত বিনিয়োগ করতে হবে। জাতিসংঘের বিনিয়োগ ও বাণিজ্য উন্নয়ন সংস্থা আঙ্কটাডের রিপোর্ট অনুসারে, উন্নয়নশীল দেশগুলো বাদ দিয়ে অন্যান্য দেশে অবকাঠামো, কৃষি এবং শিল্প খাতে ৩ দশমিক ৩ থেকে ৪ দশমিক ৫ ট্রিলিয়ন ডলার অতিরিক্ত বিনিয়োগ করতে হবে। বর্তমান বিনিয়োগের চেয়ে যার পার্থক্য হল ২ দশমিক ৫ ট্রিলিয়ন ডলার। তিনি বলেন, কর্মসূচি বাস্তবায়নে বেশ কিছু পদক্ষেপ নিতে হবে। এগুলো হলো আর্থিক খাতের সংস্কার, অবকাঠামো উন্নয়নে বিনিয়োগ বাড়ানো, খাদ্য নিরাপত্তা, বিজনেস ইনকিউবেটরের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের সহায়তা জরুরি। তিনি তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানো, সমাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ব্যবহার বৃদ্ধি, বেসরকারি খাতে বিনিয়োগে আকৃষ্ট করতে বিভিন্ন নীতিমালার দ্রুত বাস্তবায়নের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। বক্তারা বলেন, এসডিজির লক্ষ্য বাস্তবায়নে কয়েকটি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে অবকাঠামো উন্নয়ন, জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়ন, দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ, নতুন তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার এবং প্রয়োজনীয় নীতিমালা সংস্কার ও প্রণয়ন। ব্যবসা পরিচালনায় নতুন নতুন তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার এবং এ লক্ষ্যে দক্ষ জনবল তৈরির ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন তারা।

কালের কণ্ঠ
Date:03-10-2016 Page: 04, Col: 2-5 Size: 40 Col*Inc

এসডিজি অর্জনে বাধা অর্থায়ন ও জনপ্রশাসনের অদক্ষতা

Dialogue on
Private Sector in
Implementation
MCCI

গতকাল এমসিসিআই ও এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্মের যৌথভাবে আয়োজিত সেমিনারে বক্তারা

> এসডিজি বাস্তবায়নের অর্থ শুধু প্রবৃদ্ধি অর্জন আর বেকারত্ব দূর করা নয়। বরং এর অর্থ হলো একটি বসবাসযোগ্য পৃথিবী তৈরি, শ্রমিকদের জন্য নিরাপদ কর্মস্থল তৈরি, নারীদের জন্য সহায়ক কর্মপরিবেশ তৈরি এবং বেসরকারি খাতের জন্য বিনিয়োগ সহায়ক অবকাঠামো তৈরি করা।
>
> **ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য**
> আহ্বায়ক, এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় (এমডিজি) বাংলাদেশ বেশ কয়েকটি সূচকে কাঙ্ক্ষিত ফল অর্জন করলেও ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) বাস্তবায়নে বড় বাধা হবে অর্থায়ন ও সরকারি কর্মকর্তাদের অদক্ষতা। 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (এসডিজি) অর্জনে ব্যক্তি খাতের ভূমিকা' শীর্ষক সেমিনারে উপস্থিত বক্তারা এসব মন্তব্য করেন। গতকাল রবিবার মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এমসিসিআই) ও এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম যৌথভাবে এ সেমিনারের আয়োজন করে।

এমসিসিআইয়ের সভাপতি সৈয়দ নাসিম মঞ্জুরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী আব্দুল মান্নান, এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (এফবিসিসিআই) প্রথম সহসভাপতি শফিউল ইসলাম। এতে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন নিউ এইজ গ্রুপের ভাইস চেয়ারম্যান বিজনেজ ইনিশিয়েটিভ লিডিং ডেভেলপমেন্টের (বিইউআইএলডি) চেয়ারম্যান আসিফ ইব্রাহিম।

সেমিনারে বক্তারা বলেন, এসডিজি বাস্তবায়নে বেসরকারি খাত প্রস্তুত রয়েছে। তবে এ জন্য বড় ধরনের অর্থায়ন প্রয়োজন। বিষয়টি আগামী বাজেটে গুরুত্ব দেওয়া দরকার। এ ছাড়া দেশে আমলাদের দক্ষতার অভাব রয়েছে। ছোট কোনো বিষয় সমাধান করতেও তাদের দিয়ে কাজ হয় না। প্রধানমন্ত্রীকে হস্তক্ষেপ করতে হয়। এসব অদক্ষ আমলারা বহাল থাকলে এসডিজি বাস্তবায়ন সম্ভব হবে না।

প্রবন্ধে বলা হয়, এমডিজিতে বাংলাদেশ বেশ কয়েকটি সূচকে উন্নতি করেছে। তবে ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজির ৮, ৯ এবং ১২-এর সূচক উন্নয়নে ব্যক্তি খাতের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে হবে। এ ছাড়া প্রচুর অর্থায়নের দরকার রয়েছে। এ জন্য সরকার, উদ্যোক্তা এবং সুধীসমাজের সমন্বয়ে একটি জাতীয় কর্মপরিকল্পনা কমিটি করতে হবে। নীতিমালা বাস্তবায়নে এই সমন্বয় কমিটি কাজ করবে। এ ছাড়া দেশের উন্নয়নসংক্রান্ত প্রতিটি খাতের তথ্য ব্যাংক থাকতে হবে। পাবলিক প্রাইভেট সংলাপের মঞ্চ, উদ্ভাবনী সক্ষমতা বাড়াতে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারে সহায়তা বাড়ানো এবং শিল্পনীতিতে অগ্রাধিকার দেওয়া খাতগুলোতে কর্মশক্তির হালনাগাদ তথ্য ব্যাংক জরুরি বলে মত দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রতিমন্ত্রী আব্দুল মান্নান বলেন, এসডিজি বাস্তবায়নে সরকার ও বেসরকারি খাতকে বড় অবদান রাখতে হবে। এ জন্য এ খাতের উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সব ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। তিনি বলেন, 'চলতি অর্থবছরের বাজেটে বৈদেশিক অনুদান ১ শতাংশেরও নিচে। আর এসডিজি বাস্তবায়নে ৮০ শতাংশ অর্থই ব্যয় হবে দেশীয় সম্পদ থেকে। আমরা এখন আর বিদেশি অর্থায়নের দিকে তাকিয়ে নেই। তাই এসডিজি বাস্তবায়নে আমাদের রাজস্ব বাড়াতে হবে। এ জন্য প্রয়োজন ব্যবসায়ীদের সহযোগিতা। আমরা ব্যবসায়ীদের সংগঠন এফবিসিসিআই, এমসিসিআই, ডিসিসিআইসহ সবার সহযোগিতায় আগামী অর্থবছরেই নতুন ভ্যাট আইন বাস্তবায়ন করব।' এসডিজি অর্জন করতে হলে আমাদের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে গবেষণা করতে হবে উল্লেখ করে এম এ মান্নান বলেন, 'এ জন্য সঠিক তথ্যের জোগান থাকা প্রয়োজন। তাই তথ্যভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করতে আমরা বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোকে আধুনিকায়ন করছি।' এম এ মান্নান আরো বলেন, 'আমাদের লক্ষ্য হলো আমরা বাংলাদেশে একটি মেগা ভিলেজ করে গড়ে তুলব। যেখানে জেলাগুলোর মধ্যে যোগাযোগব্যবস্থা খুব সহজ হবে।'

শফিউল ইসলাম বলেন, 'বাংলাদেশের আমদানি ও রপ্তানির বেশির ভাগই হয় চট্টগ্রাম বন্দরের মধ্য দিয়ে। এ বন্দরের কার্যক্রম নির্বিঘ্ন হতে হবে। অথচ সম্প্রতি চট্টগ্রাম বন্দর সচল করাকে কেন্দ্র করে আমাদের আমলাদের অদক্ষতা চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে উদ্যোক্তাদের। শেষ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীকে ফোন করে সমস্যার সমাধান করতে হয়েছে। এ ধরনের অদক্ষ আমলাদের দিয়ে এসডিজি বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। এ ছাড়া বাজেটের সময়ও আমাদের আমলাদের অদক্ষতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বাজেটের আগে তারা ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বৈঠক করে। কিন্তু বাজেটে ব্যবসায়ীদের সুপারিশের কোনো প্রতিফলন থাকে না।'

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, 'এসডিজি বাস্তবায়নের অর্থ শুধু প্রবৃদ্ধি অর্জন আর বেকারত্ব দূর করা নয়। বরং এর অর্থ হলো একটি বসবাসযোগ্য পৃথিবী তৈরি করা। শ্রমিকদের জন্য নিরাপদ কর্মস্থল তৈরি করা। নারীদের জন্য সহায়ক কর্মপরিবেশ তৈরি করা। বেসরকারি খাতের জন্য বিনিয়োগ সহায়ক অবকাঠামো তৈরি করা এবং মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা। এ বিষয়গুলো সরকার একা করতে পারবে না। এ জন্য সবার সমন্বিত পদক্ষেপ প্রয়োজন। সঠিক তথ্যের ভিত্তিতে কর্মপরিকল্পনা তৈরি করে এগিয়ে যাওয়া দরকার। কিন্তু আমাদের দেশে তথ্যের অপর্যাপ্ততা রয়েছে। গবেষণার অভাব রয়েছে।'

ফারজানা চৌধুরী বলেন, এসডিজি বাস্তবায়নে সরকার ও বেসরকারি খাতের সমন্বয়ে একটি কমিটি করা দরকার। যারা এসডিজি বাস্তবায়নে একটি গাইডলাইন তৈরি করবে। বাস্তবায়ন ঠিকভাবে হচ্ছে কি না, তা তদারকি করবে। আর বেসরকারি খাত যেন তাদের দায়িত্ব পালনে সহজ শর্তে অর্থ পায়, সে বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

ঢাকা চেম্বারের সাবেক সভাপতি আবুল কাশেম খান বলেন, এসডিজি বাস্তবায়নের জন্য শিল্পায়নের বিকল্প নেই। তবে জমি ব্যবহারে সতর্ক হতে হবে। এ জন্য একটি নীতিমালা করা যেতে পারে। পরিকল্পিত নগরায়ণ, সরকারি কেনাকাটায় স্বচ্ছতা ও উদ্ভাবন খুব জরুরি।

প্রবন্ধের ওপর প্যানেল আলোচক ছিলেন গ্রিন ডেল্টা ইনস্যুরেন্সের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফারজানা চৌধুরী। সভায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশের আহ্বায়ক ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য, সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) নির্বাহী পরিচালক ড. মুস্তাফিজুর রহমান, বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী কল্যাণ সমিতির প্রতিষ্ঠাতা আব্দুস সাত্তার দুলাল, বাংলাদেশ ইন্ডেন্টিং এজেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি এম এস সিদ্দিকী প্রমুখ।

খোলা কাগজ
The Daily Khola kagoj
Date:03-10-2016 Page 01, Col 3-4 Size: 11 Col*Inc

সরকারি-বেসরকারি সমন্বয় ছাড়া এসডিজি সম্ভব নয়

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

সরকারি ও বেসরকারি খাতের সমন্বয় ছাড়া জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জন করা সম্ভব নয় বলে মনে করেন এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশের আহ্বায়ক ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। গতকাল রোববার রাজধানীর এমসিসিআই মিলনায়তনে 'এসডিজি অর্জনে বেসরকারি খাতের ভূমিকা' শীর্ষক সেমিনারে এ কথা বলেন তিনি। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী এমএ মান্নান। মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের (এমসিসিআই) সভাপতি সৈয়দ নাসিম মনজুরের সভাপতিত্বে সেমিনারে আরো উপস্থিত ছিলেন সিপিডির নির্বাহী পরিচালক মোস্তাফিজুর রহমান, এফবিসিসিআইয়ের প্রথম সহ-সভাপতি শফিউল ইসলাম মহিউদ্দিন ও সিপিডির অতিরিক্ত গবেষণা পরিচালক ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন নিউএজ গ্রুপের ভাইস চেয়ারম্যান আসিফ ইব্রাহিম।

ড. দেবপ্রিয় বলেন, এসডিজি বাস্তবায়নে প্রয়োজন সবার অংশগ্রহণ। এক্ষেত্রে বেসরকারি খাত একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সরকারি ও বেসরকারি খাতের সমন্বয় ছাড়া এসডিজি অর্জন সম্ভব নয়। তাই এসডিজি অর্জনে বেসরকারি খাত প্রধান মাধ্যম হিসেবে কাজ করবে বলে জানান তিনি। তিনি বলেন, বেসরকারি খাতকে এসডিজি অর্জনে অন্তর্ভুক্ত করতে গেলে সরকারকে অবশ্যই ব্যবসায়িক পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

সরকারি-বেসরকারি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আর ব্যবসায়ীদের সামাজিক দায়বদ্ধতার পাশাপাশি ব্যবসায়িক নৈতিকতার ওপর জোর দিতে হবে।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী এমএ মান্নান বলেন, আমরা সব সময় বেসরকারি খাতের উন্নয়ন চাই। এ জন্য এ খাতের উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সব ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। এসডিজি বাস্তবায়নে বেসরকারি খাত একটি গুরুত্বপূর্ণ সহযোগী। তাই বেসরকারি খাতের অন্তর্ভুক্তিমূলক অংশগ্রহণের মাধ্যমে সরকার এসডিজি বাস্তবায়ন করতে চায়। তিনি বলেন, আগে আমাদের জাতীয় বাজেট বিদেশি অনুদাননির্ভর ছিল। এখন সেদিন নেই। চলতি অর্থবছরের বাজেটে বৈদেশিক অনুদান এক শতাংশের নিচে। এসডিজি বাস্তবায়নে ৮০ শতাংশ অর্থ ব্যয় হবে দেশীয় সম্পদ থেকে। তাই আমাদের রাজস্ব বাড়াতে হবে। এ জন্য প্রয়োজন ব্যবসায়ীদের সহযোগিতা। অন্যান্য দেশ ভ্যাট আদায়ের মাধ্যমে অনেক সাফল্য পেয়েছে। আমরা ব্যবসায়ীদের সংগঠন এফবিসিসিআই, এমসিসিআই, ডিসিসিআইসহ সবাইকে সঙ্গে নিয়ে সবার সহযোগিতায় আগামী অর্থবছরেই নতুন ভ্যাট আইন বাস্তবায়ন করবো।

এসডিজি অর্জন করতে হলে আমাদের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে গবেষণা করতে হবে উল্লেখ করে এমএ মান্নান বলেন, এজন্য সবার আগে প্রয়োজন তথ্য। তাই বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোকে আধুনিকায়ন করা হচ্ছে।

সিপিডির নির্বাহী পরিচালক মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, অন্য দেশগুলো কীভাবে এসডিজি বাস্তবায়ন করছে তা আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে। এছাড়াও দেশে এসডিজি বাস্তবায়নের জন্য মনিটরিং দরকার। সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বে আমাদের এসডিজি বাস্তবায়ন করতে হবে।

আসিফ ইব্রাহিম বলেন, বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এসডিজি অর্জনে যে চ্যালেঞ্জগুলো রয়েছে সেখানে বেসরকারি খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। তবে এক্ষেত্রে সবার আগে সরকারি সহায়তা প্রয়োজন।

মানবজমিন

Date:03-10-2016 Page 04, Col 4-6 Size: 12 Col*Inc

সরকারি-বেসরকারি খাতের সমন্বয় ছাড়া এসডিজি অর্জন সম্ভব নয়

অর্থনৈতিক রিপোর্টার: সরকারি ও বেসরকারি খাতের সমন্বয় ছাড়া জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জন করা সম্ভব নয় বলে মন্তব্য করেছেন এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফরম, বাংলাদেশের আহ্বায়ক ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। পাশাপাশি এসডিজির লক্ষ্য অর্জনে সুশাসন প্রতিষ্ঠা, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা অর্জন এবং বৈদেশিক সাহায্য নির্ভরতা কমানোর ওপর গুরুত্বারোপ করেন তিনি। গতকাল রাজধানীর এমসিসিআই মিলনায়তনে 'এসডিজি অর্জনে বেসরকারি খাতের ভূমিকা' শীর্ষক সেমিনারে এ কথা বলেন তিনি। মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের (এমসিসিআই) সভাপতি সৈয়দ নাসিম মনজুরের সভাপতিত্বে সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী এম এ মান্নান। এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন এফবিসিসিআইয়ের প্রথম সহ-সভাপতি শফিউল ইসলাম মহিউদ্দিন, সিপিডির অতিরিক্ত গবেষণা পরিচালক ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম প্রমুখ। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন নিউএজ গ্রুপের ভাইস চেয়ারম্যান আসিফ ইব্রাহীম। এসডিজি অর্জনে বেসরকারি খাতকে প্রধান মাধ্যম হিসেবে উল্লেখ করে দেবপ্রিয় বলেন, এসডিজি বাস্তবায়নে সবার অংশগ্রহণ প্রয়োজন। এক্ষেত্রে বেসরকারি খাত একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সরকারি ও বেসরকারি খাতের সমন্বয় ছাড়া জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জন করা সম্ভব নয়। তিনি বলেন, বেসরকারি খাতকে এসডিজি অর্জনে অন্তর্ভুক্ত করতে হলে সরকারকে অবশ্যই ব্যবসায়িক পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। আর ব্যবসায়ীদের ব্যবসায়িক নৈতিকতার পাশাপাশি সামাজিক দায়িত্ববোধে সচেতন হতে হবে। তিনি সরকারের ব্যয়ের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করারও পরামর্শ দেন। অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী এম এ মান্নান বলেন, সরকার সব সময় বেসরকারি খাতের উন্নয়ন চায়। এজন্য এ খাতের উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সব ধরনের ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। এসডিজি বাস্তবায়নে বেসরকারি খাত একটি গুরুত্বপূর্ণ সহযোগী। তাই বেসরকারি খাতকে অন্তর্ভুক্তিমূলক অংশগ্রহণের মাধ্যমে সরকার এসডিজি বাস্তবায়ন করতে চায়। তিনি বলেন, অতীতে আমাদের জাতীয় বাজেট বিদেশিদের অনুদান নির্ভর ছিল। এখন সেই দিন আর নেই। চলতি অর্থবছরের বাজেটে বৈদেশিক অনুদান এক শতাংশেরও নিচে। এসডিজি বাস্তবায়নে ৮০ শতাংশ অর্থ ব্যয় হবে দেশীয় সম্পদ থেকে। তাই আমাদেরকে রাজস্ব বাড়াতে হবে। এজন্য প্রয়োজন ব্যবসায়ীদের সহযোগিতা। অন্য দেশ মূল্যসংযোজন কর বা ভ্যাট আদায়ের মাধ্যমে বেশ সাফল্য পেয়েছে। আমরা ব্যবসায়ীদের সংগঠন এফবিসিসিআই, এমসিসিআই, ডিসিসিআইসহ সবার সহযোগিতায় আগামী অর্থবছরেই নতুন ভ্যাট আইন বাস্তবায়ন করবো। এসডিজি অর্জন করতে হলে আমাদের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে গবেষণা করতে হবে উল্লেখ করে এম এ মান্নান বলেন, এজন্য সবার আগে প্রয়োজন তথ্য। আর তথ্য ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করতে আমরা বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো আধুনিকায়ন করা হচ্ছে। সিপিডির নির্বাহী পরিচালক মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, অন্য দেশগুলো কীভাবে এসডিজি বাস্তবায়ন করছে তা আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে। এ ছাড়া দেশে এসডিজি বাস্তবায়নের জন্য মনিটরিং দরকার। সরকারি-বেসরকারি অংশিদারিত্বে আমাদের এসডিজি বাস্তবায়ন করতে হবে। এফবিসিসিআইয়ের প্রথম সহ-সভাপতি শফিউল ইসলাম মহিউদ্দিন বলেন, এসডিজি বাস্তবায়নে পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ প্রয়োজন। বেসরকারিখাত সরকারকে সহযোগিতা করতে চায়। তবে সেই সহযোগিতার ক্ষেত্র সরকারকে নিশ্চিত করতে হবে। মূল প্রবন্ধে আসিফ ইব্রাহিম বলেন, বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এসডিজি অর্জনে দারিদ্র্য দূরীকরণ ও জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলা প্রধান চ্যালেঞ্জ। এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বেসরকারিখাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। তবে এক্ষেত্রে সবার আগে সরকারি সহায়তা প্রয়োজন।

নয়া দিগন্ত

Date:03-10-2016 Page 4 Col 2 Size: 7 Col*Inc

এসডিজি বাস্তবায়নের ৮০ ভাগ অর্থ আসবে দেশীয় উৎস থেকে : প্রতিমন্ত্রী

● অর্থনৈতিক প্রতিবেদক

অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী এম এ মান্নান বলেছেন, অতীতে আমাদের জাতীয় বাজেট ছিল বিদেশীদের অনুদাননির্ভর। এখন সেই দিন আর নেই। চলতি অর্থবছরের বাজেটে বৈদেশিক অনুদান ১ শতাংশেরও নিচে। তিনি বলেন, জাতিসঙ্ঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) বাস্তবায়নে যে অর্থ ব্যয় হবে তার ৮০ শতাংশই আসবে দেশীয় উৎস থেকে। তাই আমাদেরকে রাজস্ব বাড়াতে হবে। এ জন্য প্রয়োজন ব্যবসায়ীদের সহযোগিতা। সঙ্গত কারণে এসডিজি বাস্তবায়নে বেসরকারি খাতকে সরকার পাশে চায় বলে মন্তব্য করেন তিনি।

গতকাল রাজধানীর মতিঝিলে এমসিসিআই মিলনায়তনে 'এসডিজি অর্জনে বেসরকারি খাতের ভূমিকা' শীর্ষক সেমিনারে তিনি এসব কথা বলেন। মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (এমসিসিআই) সভাপতি সৈয়দ নাসিম মনজুরের সভাপতিত্বে সেমিনারে আরো উপস্থিত ছিলেন এফবিসিসিআইর প্রথম সহসভাপতি শফিউল ইসলাম মহিউদ্দিন, এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম বাংলাদেশের আহ্বায়ক ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য, সিপিডির নির্বাহী পরিচালক মোস্তাফিজুর রহমান প্রমুখ। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা চেম্বারের সাবেক সভাপতি আসিফ ইব্রাহিম।

সরকার সব সময় বেসরকারি খাতের উন্নয়ন চায় দাবি করে প্রতিমন্ত্রী বলেন, এ জন্য এ খাতের উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সব ধরনের ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। এসডিজি বাস্তবায়নে বেসরকারি খাত একটি গুরুত্বপূর্ণ সহযোগী। তাই বেসরকারি খাতের অন্তর্ভুক্তিমূলক অংশগ্রহণের মাধ্যমে সরকার এসডিজি বাস্তবায়ন করতে চায়। তিনি বলেন, পৃথিবীর অন্যান্য দেশ মূল্যসংযোজন কর বা ভ্যাট আদায়ের মাধ্যমে বেশ সাফল্য পেয়েছে। আমরা ব্যবসায়ীদের সংগঠন এফবিসিসিআই, এমসিসিআই, ডিসিসিআইসহ সবার সহযোগিতায় আগামী অর্থবছরেই নতুন ভ্যাট আইন বাস্তবায়ন করব।

NEW AGE
Date:03-10-2016 Page 03, Col: 2-6 Size: 30 Col* Inc

SDGs cannot be achieved without pvt sector participation: dialogue

Staff Correspondent

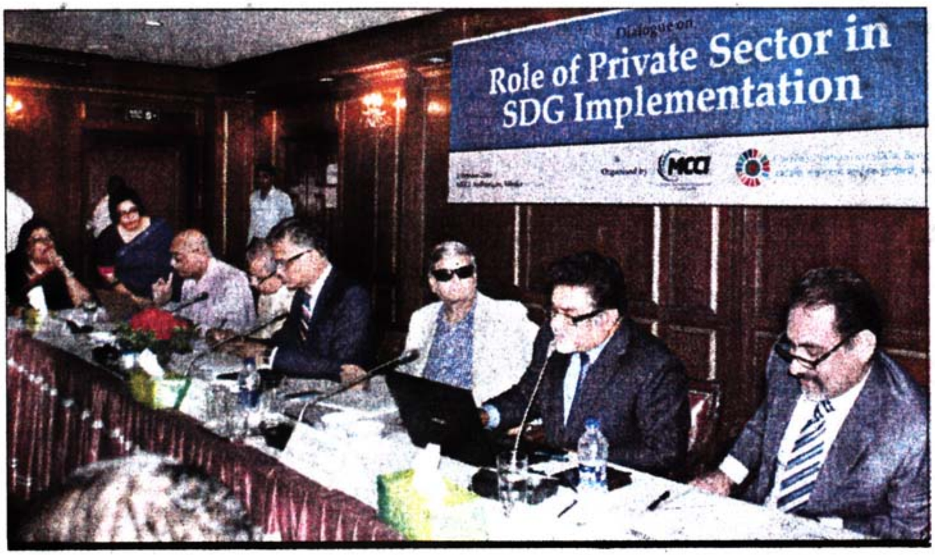
Dialogue on
Role of Private Sector in SDG Implementation
Organised by
MCCI

Metropolitan Chamber of Commerce and Industries and Citizen's Platform for SDGs, Bangladesh, jointly hold a dialogue at MCCI auditorium at Motijheel in Dhaka on Sunday. — New Age photo

ENTREPRENEURS and representatives of non-government organisations and civil society on Sunday said that the sustainable development goals set by the United Nations could not be achieved without active participation of the private sector in the process.

Addressing a dialogue 'on role of private sector in SDG implementation', they urged the government to ensure the involvement of the private sector in all mainstream policy level areas for the implementation of SDGs.

They said that the government must take the lead in living up to its pledges to achieve the SDGs but the private sector could help fulfilling the government pledges with their contribution to different fields.

Metropolitan Chamber of Commerce and Industry and Citizen's Platform for SDGs, Bangladesh jointly organised the dialogue at the conference room of the chamber in Dhaka with chamber president Syed Nasim Manzur in the chair.

Former Dhaka Chamber of Commerce and Industry president Asif Ibrahim, also Newage group of industries vice-chairman, presented a keynote paper, focusing on the data base activities and projects being implemented in the country to achieve the SDGs.

He said that all the activities and projects relating to the SDGs should be shared and made available to all concerned to avoid overlapping and duplication.

Ibrahim proposed establishment of a private sector taskforce to put forward integrated opinions to the government.

He said that with the inclusive role private sector could directly help achieving the SDGs by addressing the problems the poor face in different contexts, efficiently using the natural resources and stepping up efforts to establish eco-design programmes.

Citizen's Platform for SDGs convener Debapriya Bhattacharya said that there should be an accurate employment and investment data as well as the estimation of donations for working to achieve the SDGs.

He said that they would prepare a document for the government on the private sector role in the implementation of the SDGs.

Federation of Bangladesh Chambers of Commerce and Industry first vice-president Md Shafiul Islam highlighted the fundamental role of the private sector in advancing the SDGs and said that the government must work on removing the barriers and ensuring business-friendly environment.

He said that if business-friendly environment was ensured, the business sector could play significant role in achieving the SDGs by 2030.

State minister for finance and planning MA Mannan said that Bangladesh was no more dependent on foreign donations or aids to implement national budget.

He said that more dialogues should be held with different stakeholders including private sector to sort out the effective ways to implement the SDGs.

The United Nations set 17 sustainable development goals to wipe out extreme poverty, fight inequality and tackle climate change over the next 15 years until 2030.

The New Nation
Date:03-10-2016 Page:13 ,Col: 1-2 Size: 12 Col*Inc

Mannan for PPP to achieve SDGs

Economic Reporter

State Minister for Finance and Planning M A Mannan has sought cooperation of the business people and civil society for achieving the Sustainable Development Goals (SDGs), saying that the private sector is an important partner of the government in this regard.

"The private sector is important for achieving the 17 targets of SDG by 2030 and the government wants to implement these targets through the inclusive participation of the private sector," he said while speaking at a seminar on "The role of private sector in implementing Sustainable Development Goals in Bangladesh in the MCCI auditorium here on Sunday.

MCCI President Syed Nasim Manzur moderated the discussion while senior vice-president of FBCCI Shafiul Islam Mohiuddin, convener of the Citizen Platform for implementation of SDGs Dr Debapriya Bhattacharya, executive director of CPD Dr Mustafizur Rahman and additional research director Dr Khondaker Golam Moazzem and executive director of Manusher Jonno Foundation Shahin Anam, among others, spoke at the seminar.

Former President of Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) Asif Ibrahim presented the keynote paper.

M A Mannan said the national budget of the country was foreign-aid dependent in the past but the situation has totally changed now. Revenue collection will have to be increased because around 80 percent fund that will be required for implementation of the SDGs will come from national resources, he said adding that for this, cooperation of the business people is needed.

THE News Today

Date:03-10-2016 Page 8, Col 1-3 Size: 21 Col*Inc

Public-private partnership to achieve SDGs emphasised

Speakers at a seminar urged the government to involve all stakeholders, specially the private sector, in policy and strategy evolving process to implement Sustainable Development Goals (SDGs) to achieve the target, report agencies.

They said there should be a "public-private planning mechanism" so that private sector could be involved in a better way to attain the targets of the SDGs.

Metropolitan Chamber of Commerce and Industry (MCCI) and Citizen Platform for SDGs, Bangladesh jointly organised the seminar at the MCCI conference room. The seminar was moderated by MCCI president Syed Nasim Manzur.

MCCI President Syed Nasim Manzur moderated the discussion while senior vice-president of FBCCI Shafiul Islam Mohiuddin, convener of the Citizen Platform for implementation of SDGs Dr Debapriya Bhattacharya, executive director of CPD Dr Mustafizur Rahman and additional research director Dr Khondaker Golam Moazzem and executive director of Manusher Jonno Foundation Shahin Anam, among others, spoke at the seminar.

Former President of Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) Asif Ibrahim presented the keynote paper.

State Minister for Finance and Planning M A Mannan has sought cooperation of the business people and civil society for achieving the Sustainable Development Goals (SDGs), saying that the private sector is an important partner of the government in this regard.

"The private sector is important for achieving the 17 targets of SDG by 2030 and the government wants to implement these targets through the inclusive participation of the private sector," he said while speaking at a seminar on "The role of private sector in implementing Sustainable Development Goals in Bangladesh in the MCCI auditorium here today.

M A Mannan said the national budget of the country was foreign-aid dependent in the past but the situation has totally changed now. Revenue collection will have to be increased because around 80 percent fund that will be required for implementation of the SDGs will come from national resources, he said adding that for this, cooperation of the business people is needed. Laying emphasis on carrying out research on specific targets for achieving SDGs, he said data is needed first in this regard. For this, the government has taken steps to modernize Bangladesh Bureau of Statistics (BBS) and measures have also been taken to use the country's public universities for the purposes, he added.

Making a presentation on "The Role of Private Sector in Implementing SDGs in Bangladesh," Asif Ibrahim, former president of Dhaka chamber, said the main challenges of SDGs are population, poverty and inequality, unplanned urbanisation, energy security, insufficient water resource management, natural disaster and climate change.

In Bangladesh perspective, he said, the challenges for implementation of SDGs are the gaps between policies and implementation, regulatory constraints, lack of coordination among the government and other organisations, week governance, inadequate infrastructures, financial constraints, and lack of research and funding.

FBCCI senior vice president Shafiul Islam Mohiuddin said this has been very unfortunate that the Prime Minister has to intervene in resolving every issue as there is no other person in between the PM and the implementing agencies.

Giving latest experience, he said businessmen had to send massage to Prime Minister while she was staying in the USA to resolve the problems in the Chittagong port during the recent strike.

Centre for Policy Dialogue (CPD) distinguish fellow Dr. Bebapriya Bhattacharya said there is no reliable data on unemployment and investment in the country for which development plan is not properly prepared.

প্রথম আলো

Date:03-10-2016 Page : 13, Col: 6-8 Size: 30 Col*Inc

Dialogue on
MCCI

এসডিজি অর্জনে বেসরকারি খাতের ভূমিকা নিয়ে এমসিসিআই ও এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম আয়োজিত সংলাপে অতিথিরা ◈ ছবি : এমসিসিআইয়ের সৌজন্যে

এসডিজি অর্জনে বেসরকারি খাতকে সম্পৃক্ত করতে হবে

এমসিসিআই ও নাগরিক প্ল্যাটফর্মের সংলাপ

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

নিজস্ব প্রতিবেদক

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনে নীতি গ্রহণ ও বাস্তবায়নে বেসরকারি খাতকে সম্পৃক্ত করার আহ্বান জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা। তাঁরা বলেছেন, দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির চালিকাশক্তি বেসরকারি খাত। এসডিজিতে জাতিসংঘ যে লক্ষ্যগুলো ঠিক করেছে তার অনেকগুলো বেসরকারি খাতের সঙ্গে সম্পৃক্ত।

'এসডিজি বাস্তবায়নে বেসরকারি খাতের ভূমিকা' শীর্ষক এক সংলাপে ব্যবসায়ীরা এসব কথা বলেন। মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এমসিসিআই) ও এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ যৌথভাবে এ সংলাপের আয়োজন করে। গতকাল রোববার রাজধানীর মতিঝিলে এমসিসিআইর সম্মেলন কক্ষে এই সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আবদুল মান্নান। এমসিসিআইয়ের সভাপতি সৈয়দ নাসিম মঞ্জুর অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন।

এসডিজি হলো জাতিসংঘের গ্রহণ করা একটি বৈশ্বিক উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা। ২০১৫ সালে জাতিসংঘের সাধারণ সম্মেলনে এটি গৃহীত হয়। এতে ২০৩০ সালের মধ্যে মোটা দাগে ১৭টি লক্ষ্য অর্জনের জন্য দেশগুলো অঙ্গীকার করেছে।

অনুষ্ঠানে এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্মের সমন্বয়ক দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, এসডিজি বাস্তবায়নে বেসরকারি খাতের ভূমিকা অপরিহার্য। কিন্তু এসডিজির নথিপত্রে বেসরকারি খাতের ভূমিকা কী হবে তা পরিষ্কারভাবে বলা হয়নি। তিনি বলেন, বাংলাদেশে বেসরকারি খাত খুবই শক্তিশালী। শোভন কাজ, পরিবেশগত দিক দিয়ে টেকসই ও নৈতিক উৎপাদনব্যবস্থা, করপোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা—এসডিজির এসব বিষয়ের সঙ্গে বেসরকারি খাত সম্পর্কযুক্ত।

এসডিজি বাস্তবায়নে তথ্যের ঘাটতির কথাও তুলে ধরেন দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, কার্যকর উদ্যোগ নিতে তথ্য-উপাত্ত খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তবে বাংলাদেশে অনানুষ্ঠানিক খাতে বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানের উপাত্তে ব্যাপক ঘাটতি আছে। তিনি সঠিক তথ্য-উপাত্ত পেতে প্রয়োজনীয় গবেষণা ও সক্ষমতা উন্নয়নের তাগিদ দেন। এ জন্য সরকারকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হবে বলেও উল্লেখ করেন।

অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধে ঢাকা চেম্বারের সাবেক সভাপতি আসিফ ইব্রাহিম বলেন, সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ৪০৭ কোটি ডলার বিনিয়োগের প্রাক্কলন করা হয়েছে। এর মধ্যে প্রায় ৭৭ শতাংশ আসবে বেসরকারি খাত থেকে। তিনি বলেন, এসডিজির ১২ নম্বর লক্ষ্য টেকসই উৎপাদন ও ভোগ বেসরকারি খাতের সঙ্গে সম্পর্কিত। এসডিজির ৮ ও ৯ নম্বর লক্ষ্যের কিছু অংশেও বেসরকারি খাতের ভূমিকাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তিনি সমন্বিতভাবে বেসরকারি খাতের সুপারিশ সরকারের কাছে তুলে ধরতে একটি টাস্কফোর্স গঠনের প্রস্তাব দেন।

সিপিডির নির্বাহী পরিচালক মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, বেসরকারি খাতকে এসডিজির অংশ করা হয়েছে, যা সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার ক্ষেত্রে ছিল না। ফলে এসডিজি বাস্তবায়নে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক শাহীন আনাম জোর দেন সুশাসনের ওপর। তিনি বলেন, প্রতিষ্ঠানগুলোর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত না হলে কিছুই হবে না।

ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআইয়ের সহসভাপতি সফিউল ইসলাম বলেন, দেশের গ্যাস-বিদ্যুতের সংকট, চট্টগ্রাম বন্দরের সক্ষমতার ঘাটতি অর্থনৈতিক অগ্রগতির লক্ষ্যপূরণে বাধা তৈরি করছে। রপ্তানিতে পোশাক নির্ভরশীলতাও কমানো দরকার বলে উল্লেখ করেন তিনি।

সবশেষে প্রধান অতিথির বক্তব্যে অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আবদুল মান্নান বলেন, এসডিজি বাস্তবায়ন নিয়ে অবশ্যই বেসরকারি খাতের সঙ্গে আলোচনা হবে। কিন্তু সমস্যা হলো বাংলাদেশে সুশৃঙ্খল বেসরকারি খাত নেই।

সৈয়দ নাসিম মঞ্জুর বলেন, ব্যবসা টেকসই হওয়ার আগে টিকে থাকাটা গুরুত্বপূর্ণ। সরকারি কেনাকাটার মান উন্নত করা জরুরি। তিনি বলেন, 'আমাদের বিক্ষিপ্ত আলোচনা করা উচিত না। আমরা চাই বসবাসের উপযোগী ঢাকা শহর।'

সংলাপে ঢাকা চেম্বারের সাবেক সভাপতি আবুল কাশেম খান, সিপিডির অতিরিক্ত গবেষণা পরিচালক খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম, গ্রিন ডেল্টার ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফারজানা চৌধুরী, বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী ফোরামের সভাপতি আবদুস সাত্তার দুলাল প্রমুখ বক্তব্য দেন।

প্রতিদিনের সংবাদ
Date:03-10-2016 Page 03, Col 2 Size: 8.5 Col*Inc

এসডিজি বাস্তবায়ন

বেসরকারি খাতকে পাশে চায় সরকার

● **নিজস্ব প্রতিবেদক**

জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) বাস্তবায়নে ব্যবসায়ী ও নাগরিক সমাজের সহযোগিতা চেয়েছেন অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী এম এ মান্নান। তিনি বলেন, '২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজির ১৭টি লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে বেসরকারিখাত গুরুত্বপূর্ণ সহযোগী। তাই বেসরকারিখাতের অন্তর্ভুক্তিমূলক অংশগ্রহণের মাধ্যমে সরকার এসডিজি বাস্তবায়ন করতে চায়। ব্যবসায়ী-নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিসহ সবাই একসাথে কাজ করবো।'

গতকাল রোববার রাজধানীর মতিঝিল এমসিসিআই মিলনায়তনে 'বাংলাদেশে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) বাস্তবায়নে

▪ এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৮

বেসরকারি খাতকে

▪ তৃতীয় পৃষ্ঠার পর

বেসরকারিখাতের ভূমিকা' শীর্ষক এক সেমিনারে তিনি এ কথা বলেন।

মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি (এমসিসিআই)'র সহযোগিতায় এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্লাটফর্ম,বাংলাদেশ সেমিনারের আয়োজন করে।

এমসিসিআই সভাপতি সৈয়দ নাসিম মঞ্জুরের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে এফবিসিসিআইয়ের জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি শফিউল ইসলাম মহিউদ্দিন, এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্লাটফর্ম বাংলাদেশের আহ্বায়ক ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য, সিপিডির নির্বাহী পরিচালক ড. মুস্তাফিজুর রহমান ও অতিরিক্ত গবেষণা পরিচালক গোলাম মোয়াজ্জেম, বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক শাহীন আনাম প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

ঢাকা চেম্বারের সাবেক সভাপতি ও নিউএজ গ্রুপের ভাইস চেয়ারম্যান আসিফ ইব্রাহিম এতে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, আগে আমাদের জাতীয় বাজেট বিদেশী অনুদান নির্ভর ছিলো।এখন সেই দিন নাই।চলতি অর্থবছরের বাজেটে বৈদেশিক অনুদান এক শতাংশের নিচে।এসডিজি বাস্তবায়নে ৮০ শতাংশ অর্থ ব্যয় হবে দেশীয় সম্পদ থেকে। তাই আমাদেরকে রাজস্ব বাড়াতে হবে।এ জন্য প্রয়োজন ব্যবসায়ীদের সহযোগিতা। এসডিজি অর্জন করতে হলে আমাদের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে গবেষণা করতে হবে উল্লেখ করে এম এ মান্নান বলেন, এজন্য সবার আগে প্রয়োজন তথ্য।তাই বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোকে আধুনিকায়ন করা হচ্ছে। পাশাপাশি সঠিক তথ্য উপাত্ত পেতে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকেও কাজে লাগানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

সংবাদ

Date: 03-10-2016 Page 16 Col 1-2 Size 22 Col*Inc

সেমিনারে বক্তারা ——

এসডিজি অর্জনে সরকারি-বেসরকারি খাতের সমন্বয় জরুরি

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

সরকারি ও বেসরকারি খাতের সমন্বয় ছাড়া টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জন সম্ভব নয়। ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজির ১৭টি লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে বেসরকারিখাত গুরুত্বপূর্ণ সহযোগী। এসডিজি অর্জনে তহবিল সংগ্রহ একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এজন্য আর্থিক খাতের সংস্কার, অবকাঠামো খাতের উন্নয়ন, বিনিয়োগ বৃদ্ধি, খাদ্য নিরপত্তা, বিজনেস ইনকিউবেটরের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের সহায়তা দেয়া প্রয়োজন বলে মনে করেন বিশিষ্ঠজনরা। তারা বলেন, এসডিজি অর্জনে বেসরকারি খাত প্রধান মাধ্যম হিসেবে কাজ করবে। বেসরকারি খাতকে এসডিজি অর্জনে অন্তর্ভুক্ত করতে সরকারকে অবশ্যই ব্যবসায়িক পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। আর ব্যবসায়ীদের সামাজিক দায়বদ্ধতার পাশাপাশি ব্যবসায়িক নৈতিকতার উপর জোর দিতে হবে।

গতকাল রাজধানীর মতিঝিল এমসিসিআই মিলনায়তনে 'বাংলাদেশে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) বাস্তবায়নে বেসরকারি খাতের ভূমিকা' শীর্ষক এক সেমিনারে বক্তারা এসব কথা বলেন। মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এমসিসিআই)'র সহযোগিতায় এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্লাটফর্ম, বাংলাদেশ সেমিনারের আয়োজন করে। এমসিসিআই সভাপতি সৈয়দ নাসিম মঞ্জুরের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে এফবিসিসিআইয়ের জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি শফিউল ইসলাম মহিউদ্দিন, এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম বাংলাদেশের আহ্বায়ক ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য, সিপিডির নির্বাহী পরিচালক ড. মুস্তাফিজুর রহমান ও অতিরিক্ত গবেষণা পরিচালক গোলাম মোয়াজ্জেম, বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক শাহীন আনাম প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। ঢাকা চেম্বারের সাবেক সভাপতি আসিফ ইব্রাহিম এতে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। বক্তারা বলেন, বাংলাদেশের এসডিজি বাস্তবায়নের অগ্রগতি ও মাত্রা পর্যবেক্ষণ করা, বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জগুলোর বিষয়ে নীতি-নির্ধারকদের সচেতন করা যাতে করে এ লক্ষ্যে বিনিয়োগকৃত অর্থের সুষ্ঠু ব্যবহার, বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও সামাজিক জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা এবং প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্তের আদান-প্রদান, নতুন এজেন্ডা বাস্তবায়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সংগঠনের কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় সাধনে সহায়তা প্রদান করতে হবে সরকারকে।

সেমিনারে : পৃষ্ঠা : ২ ক : ১

সেমিনারে : বক্তারা

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী এমএ মান্নান বলেন, আগে আমাদের জাতীয় বাজেট বিদেশি অনুদান নির্ভর ছিল। এখন সেই দিন নাই। চলতি অর্থবছরের বাজেটে বৈদেশিক অনুদান এক শতাংশের নিচে। এসডিজি বাস্তবায়নে ৮০ শতাংশ অর্থ ব্যয় হবে দেশীয় সম্পদ থেকে। তাই আমাদের রাজস্ব বাড়াতে হবে। এ জন্য প্রয়োজন ব্যবসায়ীদের সহযোগিতা। তিনি বলেন, আমরা সব সময় বেসরকারি খাতের উন্নয়ন চাই। এ জন্য এ খাতের উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সব ধরনের ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। এসডিজি বাস্তবায়নে বেসরকারি খাত একটি গুরুত্বপূর্ণ সহযোগী। তাই বেসরকারি খাতের অন্তর্ভুক্তিমূলক অংশগ্রহণের মাধ্যমে সরকার এসডিজি বাস্তবায়ন করতে চায়। এ জন্য ব্যবসায়ী-নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিসহ সবাইকে সঙ্গে নিয়ে কাজ করার আহ্বান জানান তিনি।

এসডিজি অর্জন করতে হলে আমাদের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে গবেষণা করতে হবে উল্লেখ করে এমএ মান্নান বলেন, এজন্য সবার আগে প্রয়োজন তথ্য। তাই বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোকে আধুনিকায়ন করা হচ্ছে। পাশাপাশি সঠিক তথ্য-উপাত্ত পেতে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকেও কাজে লাগানোর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এছাড়া অন্যান্য দেশ ভ্যাট আদায়ের মাধ্যমে বেশ সাফল্য পেয়েছে। আমরা ব্যবসায়ীদের সংগঠন এফবিসিসিআই, এমসিসিআই, ডিসিসিআইসহ সকলকে সঙ্গে নিয়ে সবার সহযোগিতায় আগামী অর্থবছরেই নতুন ভ্যাট আইন বাস্তবায়ন করা হবে বলে জানান তিনি

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, এসডিজি বাস্তবায়নে প্রয়োজন সবার অংশগ্রহণ। এক্ষেত্রে বেসরকারি খাত একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এসডিজি অর্জনে বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। রপ্তানির বাজার বাড়াতে পারলে কাঙ্খিত অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব হবে। এজন্য অবকাঠামো, জ্বালানি নিরাপত্তা ও দক্ষ জনশক্তি তৈরিসহ বিনিয়োগ ডাটা, কর্মসংস্থানের ডাটা তৈরি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকে প্রধান্য দিতে হবে। এছাড়া এসডিজির ৮২ শতাংশ সরকারকেই বাস্তবায়ন করতে হবে। এতে বিদেশি অনুদানের ওপ্বর ভরসা করা যাবে না। এজন্য লক্ষ্য অর্জনে সুশাসন প্রতিষ্ঠা, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা অর্জন এবং বৈদেশিক সাহায্য নির্ভরতা কমানোর ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি সরকারের ব্যয়ের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করারও পরামর্শ দেন।

সিপিডির নির্বাহী পরিচালক মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, অন্য দেশগুলো কিভাবে এসডিজি বাস্তবায়ন করছে তা আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে। এছাড়াও দেশে এসডিজি বাস্তবায়নের জন্য মনিটরিং দরকার। সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্বে আমাদের এসডিজি বাস্তবায়ন করতে হবে। অনুষ্ঠানে এফবিসিসিআইয়ের জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি শফিউল ইসলাম মহিউদ্দিন বলেন, এসডিজি বাস্তবায়নে পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ প্রয়োজন। বেসরকারিখাত সরকারকে সহযোগিতা করতে চায়। তবে সেই সহযোগিতার ক্ষেত্র সরকারকে নিশ্চিত করতে হবে।

সমকাল
Date:03-10-2016 Page: 12 Col: 6-7 Size: 10 Col*Inc

এসডিজি বাস্তবায়নে সমন্বয় দরকার

সমকাল প্রতিবেদক

বেসরকারি খাতের চাহিদা অনুযায়ী বন্দর. জ্বালানি. অর্থায়ন. নিরাপত্তা ব্যবস্থাসহ অবকাঠামো সেবা নিশ্চিত করা গেলে ২০৩০ সালের আগেই বাংলাদেশ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জন করতে পারবে। তবে এ জন্য সরকারি-বেসরকারি খাতের মধ্যে সমন্বয় দরকার। এসডিজি নিয়ে সরকার যেসব নীতি প্রণয়ন করবে ও পরিকল্পনা নেবে. তা বেসরকারি খাতের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে করতে হবে। আর এসব নীতি ও পরিকল্পনা সময়মতো বাস্তবায়ন করতে হবে।

এমসিসিআইর সংলাপ

'এসডিজি বাস্তবায়নে বেসরকারি খাতের ভূমিকা' শীর্ষক এক সংলাপে বক্তারা এসব কথা বলেন। মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এমসিসিআই) ও এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্লাটফর্ম যৌথভাবে এ সংলাপের আয়োজন করে। গতকাল রোববার রাজধানীর মতিঝিলে এমসিসিআইর সম্মেলন কক্ষে এ সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী এমএ মান্নান বলেন. বেসরকারি খাতের উন্নয়নে সরকার অনেক প্রকল্প হাতে নিয়েছে. যা এসডিজি বাস্তবায়নে সহযোগিতা করবে। বিশেষ অতিথি এফবিসিসিআইর প্রথম সহসভাপতি সফিউল ইসলাম মহিউদ্দিন বলেন. এসডিজি অর্জনে বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জের মধ্যে দাতা সংস্থার সহায়তা কমে যাওয়া. ব্রেক্সিট. মধ্যপ্রাচ্য সমস্যা. টিপিপি. মার্কিন নির্বাচন ও আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ অন্যতম। তবে এর চেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে অভ্যন্তরীণ সমস্যা। গত আট দিন ধরে রফতানি কার্যক্রম প্রায় অচল। রফতানি বহুমুখীকরণের কথা বলা হচ্ছে. কিন্তু প্রকৃত অর্থে তা হচ্ছে না।

সিপিডির সম্মানীয় ফেলো দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন. সরকারি ও বেসরকারি খাতের সমন্বয় ছাড়া এসডিজি অর্জন সম্ভব নয়। বেসরকারি খাতকে এসডিজি অর্জনে অন্তর্ভুক্ত করতে গেলে সরকারকে অবশ্যই ব্যবসায়িক পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। আর ব্যবসায়ীদের সামাজিক দায়বদ্ধতার পাশাপাশি ব্যবসায়িক নৈতিকতার ওপর জোর দিতে হবে।

সিপিডির নির্বাহী পরিচালক মোস্তাফিজুর রহমান বলেন. প্রতিযোগিতায় ছাড় দিলে এসডিজি সময়মতো বাস্তবায়ন হবে না। তিনি অন্যান্য দেশের এসডিজি বাস্তবায়ন পরিকল্পনা তদারকির প্রস্তাব করেন। মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক শাহীন আনাম বলেন. শুধু 'ইনক্লুসিভ গ্রোথ' হলে হবে না। 'ইনক্লুসিভ সোসাইটি' প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ থাকতে হবে। এ জন্য সুশাসন দরকার।

সকালের খবর

Date:03-10-2016 Page: 06, Col: 1-4 Size: 28 Col*Inc

এসডিজি বাস্তবায়নে পাঁচ চ্যালেঞ্জ

টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জনে সমন্বয় জরুরি

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনে বাংলাদেশের সামনে রয়েছে পাঁচ চ্যালেঞ্জ। সেগুলো হল—নীতিগ্রহণ এবং তা বাস্তবায়নের মধ্যে পার্থক্য, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও দক্ষতা উন্নয়ন, সম্পদ ও অর্থায়ন, স্বচ্ছতার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত এবং জবাবদিহিতার কাঠামো নিশ্চিত করা। এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সরকারি ও বেসরকারি খাত সংশ্লিষ্টদের সমন্বয় জরুরি। গতকাল রাজধানীর মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এমসিসিআই) মিলনায়তনে 'টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বেসরকারি খাতের ভূমিকা' শীর্ষক এক সেমিনারে বক্তারা এসব কথা বলেন।

বক্তারা বলেন, এসডিজির লক্ষ্য বাস্তবায়নে কয়েকটি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে অবকাঠামো উন্নয়ন, জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়ন, দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ, নতুন তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার এবং প্রয়োজনীয় নীতিমালা সংস্কার ও প্রণয়ন। ফলে ব্যবসা পরিচালনায় নতুন নতুন তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার এবং এ লক্ষ্যে দক্ষ জনবল তৈরির ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন তারা।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী এমএ মান্নান। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআইর ভাইস প্রেসিডেন্ট সফিউল ইসলাম মহিউদ্দিন, গবেষণা প্রতিষ্ঠান সিপিডির সম্মানীত ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য, নির্বাহী পরিচালক ড. মোস্তাফিজুর রহমান, ব্যবসায়ী নেতা সৈয়দ নাসিম মঞ্জুর, আবুল কাশেম এবং আসিফ ইব্রাহিম। এছাড়াও অনুষ্ঠানে এসডিজি বাস্তবায়নে সরকার, বেসরকারি খাত এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের সমন্বয়ে জাতীয় বাস্তবায়ন ফোরাম গঠনের আহ্বান জানানো হয়।

এমএ মান্নান বলেন, সরকার সবসময় বেসরকারি খাতের উন্নয়ন চায়। এজন্য এ খাতের উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সব ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। এসডিজি বাস্তবায়নে বেসরকারি খাত একটি গুরুত্বপূর্ণ সহযোগী। তাই বেসরকারি খাতকে অন্তর্ভুক্তিমূলক অংশগ্রহণের মাধ্যমে সরকার এসডিজি বাস্তবায়ন করতে চায়। অর্থ প্রতিমন্ত্রী বলেন, এসডিজির অর্থায়নের ক্ষেত্রে দাতাদের কথা বলা হচ্ছে। এ শব্দটি একেবারে ভুলে যেতে হবে। কারণ এবারের বাজেটে মাত্র এক শতাংশ সহায়তা নেওয়া হয়েছে। অর্থায়নের বিষয়টি দেশের ভেতরকে নিশ্চিত করতে হবে। তিনি বলেন, এ কর্মসূচি বাস্তবায়নে শহর ও গ্রামের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করতে হবে। তার মতে, বাংলাদেশের উদ্যোক্তারা অত্যন্ত উদ্যমী ও সাহসী। তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে বাংলাদেশ সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এসডিজির লক্ষ্য অর্জনে নিজেদের সক্ষমতা বাড়ানো এবং বেসরকারি খাতের উন্নয়নে তিনি সরকারের পক্ষ থেকে সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দেন। বৈদেশিক বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির ওপর গুরুত্বারোপ করেন তিনি। অর্থ প্রতিমন্ত্রী বলেন, আমাদের অবকাঠামোগত দুর্বলতা রয়েছে। তবে সরকারের পক্ষ থেকে চেষ্টার কমতি নেই।

সফিউল ইসলাম মহিউদ্দিন বলেন, এমন এক সময় কর্মসূচি সামনে এসেছে, যখন বিশ্বের সঙ্গে বাংলাদেশের অনেক ইস্যু জড়িত। এর মধ্যে রয়েছে ট্রান্স প্যাসেফিক পার্টনারশিপ বা টিপিপি, মধ্যপ্রাচ্যে অস্থিরতা, ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে যুক্তরাষ্ট্রের বের হয়ে যাওয়া (ব্রেক্সিট) এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচন। তবে তিনি বলেন, বেসরকারি খাত কখনোই দাতাদের ওপর নির্ভরশীল ছিল না। এ সময় তিনি চট্টগ্রাম বন্দরের নিরবচ্ছিন্ন পণ্য সরবরাহের পদ্ধতি চালু রাখার আহ্বান জানান। তিনি এসডিজি বাস্তবায়নে সরকারের নীতি প্রণয়নে বেসরকারি খাতের সম্পৃক্ততা বাড়ানোর প্রস্তাব করেন।

আসিফ ইব্রাহিম বলেন, এই কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য আগামী ২০৩০ সাল পর্যন্ত প্রতিবছর বিশ্বে পাঁচ থেকে সাত ট্রিলিয়ন ডলার অতিরিক্ত বিনিয়োগ করতে হবে। জাতিসংঘের বিনিয়োগ ও বাণিজ্য উন্নয়ন সংস্থা আঙ্কটাডের রিপোর্ট অনুসারে, উন্নয়নশীল দেশ বাদে অন্যান্য দেশে অবকাঠামো, কৃষি এবং শিল্প খাতে তিন দশমিক তিন থেকে চার দশমিক পাঁচ ট্রিলিয়ন ডলার অতিরিক্ত বিনিয়োগ করতে হবে। বর্তমান বিনিয়োগের চেয়ে যার পার্থক্য হল দুই দশমিক পাঁচ ট্রিলিয়ন ডলার। তিনি বলেন, কর্মসূচি বাস্তবায়নে বেশকিছু পদক্ষেপ নিতে হবে। এগুলো হল—আর্থিক খাতের সংস্কার, অবকাঠামো উন্নয়নে বিনিয়োগ বাড়ানো, খাদ্য নিরাপত্তা, বিজনেস ইনকিউবেটরের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের সহায়তা জরুরি। তিনি তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানো, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ব্যবহার বৃদ্ধি, বেসরকারি খাতে বিনিয়োগে আকৃষ্ট করতে বিভিন্ন নীতিমালার দ্রুত বাস্তবায়নের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

অনুষ্ঠানে জানানো হয়, ২০১৫ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭০তম অধিবেশনে সব সদস্য রাষ্ট্রের সম্মতিতে এসডিজির কর্মসূচি গৃহীত হয়। কর্মসূচির আওতায় ২০৩০ সালের মধ্যে ১৭টি লক্ষ্য এবং ১৬৯টি অভীষ্ট লক্ষ্য বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কর্মসূচির মূল কথা হল, বিশ্বের সব মানুষের উন্নত জীবনযাপনের একটি আকাঙ্ক্ষা। আর জাতিসংঘের অধিবেশনে পাস হওয়ার অর্থ হল আকাঙ্ক্ষাটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেয়েছে। এসডিজির কর্মসূচিগুলোর বৈশিষ্ট্য হল পাঁচটি। সার্বজনীন, পরস্পর সংশ্লিষ্ট, রূপান্তরমুখী, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং বৈশ্বিক এজেন্ডা নিজ দেশের বৈশিষ্টের আলোকে বাস্তবায়ন করতে হবে।

ড. দেবপ্রিয় বলেন, এসডিজি বাস্তবায়নে প্রয়োজন সবার অংশগ্রহণ। এক্ষেত্রে বেসরকারি খাত একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সরকারি ও বেসরকারি খাতের সমন্বয় ছাড়া এসডিজি অর্জন সম্ভব নয়। তাই এসডিজি অর্জনে বেসরকারি খাত প্রধান মাধ্যম হিসেবে কাজ করবে বলে জানান তিনি। তিনি আরও বলেন, বেসরকারি খাতকে এসডিজি অর্জনে অন্তর্ভুক্ত করতে গেলে সরকারকে অবশ্যই ব্যবসায়িক পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। আর ব্যবসায়ীদের সামাজিক দায়বদ্ধতার পাশাপাশি ব্যবসায়িক নৈতিকতার ওপর জোর দিতে হবে।